কলকাতার উচ্চ আদালতে

(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক বিচারক্ষেত্র)

<u>আপিল বিভাগ</u>

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল)

২০১৯ সালের সি আর আর ১০৫৪

নাজিমুল হক

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য

আবেদনকারীর জন্যঃ শ্রী আশিস কে. আর. চৌধুরী,

শ্রী রাজীব ঘোষ,

শ্রী বাবরু বাহান বেরা।

বিপরীত পক্ষের জন্য ২ ও ৩ নম্বরঃ শ্রীমতী চন্দ্রেয়ী আলম,

শ্রীমতী দিশারি মুখার্জি।

রাজ্যের জন্য শ্রী পি. কে. দত্ত,

শ্রীমতী রিতা দত্ত।

শুনানি শেষ হয়েছে: ২০.১১.২০২৩

রায় ; ২৮.১১.২০২৩

বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল), .:

১ অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থার মাধ্যমে তদন্তের জন্য আবেদনকারীর আবেদন বিবেচনা না করে এবং আবেদনকারীর মৃত কন্যার সন্দেহজনক মৃত্যু বিবেচনা না করে মালদার লার্নড চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ২০১৮ সালের ৪৫৭০ নম্বর জি. আর. মামলার বিতর্কিত আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বর্তমান সংশোধনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

২. আবেদনকারী/অভিযোগকারীর মামলাটি হল যে আবেদনকারীর মৃত কন্যা নাজনি খাতুন (বয়স প্রায় ১৬ বছর) এবং তার ছেলে এস কে মিরাজ (বয়স প্রায় ১৩ বছর) কালিয়াচক আবাসিক মিশনে পড়াশোনা করছিলেন। তাঁর মৃত কন্যা নাজনি খাতুন কালিয়াচক আবসিক মিশনে থাকাকালীন মিশন কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর সন্তানদের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ দেয়নি এবং আবেদনকারীকে তার সন্তানদের কাছে গিয়ে তাদের অধ্যয়নের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের অনুমতিও দেওয়া হয়নি।

৩. ২৮.১০.২০১৮ তারিখে কালিয়াচক আবাসিক মিশনের সহকারী শিক্ষক আতাউর রহমান আবেদনকারীকে ফোনে তাঁর ছেলে এস. কে. মিরাজকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে বলেন কারণ অনুমতির কারণে তাঁর ছেলেকে ছুটি নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং তারপরে আবেদনকারীর বাবা ২৮.১০.২০১৮-এ আবেদনকারীর মৃত মেয়ে নাজনি খাতুনের সাথে দেখা করেন এবং এস. কে. মিরাজকে (মৃত ব্যক্তির ভাই) আবেদনকারীর বাবা তার বাড়িতে নিয়ে আসেন সন্ধ্যা ৭টার দিকে।

৪) ৩০.১০.২০১৮-এ সন্ধ্যা ৭টার দিকে আবেদনকারী একটি অজানা মোবাইল নম্বর থেকে কল পান এবং সেই ব্যক্তি নিজেকে কালিয়াচক আবাসিক মিশনের শিক্ষক বলে পরিচয় দেন। সেই ব্যক্তি আবেদনকারীকে ৩১.১০.২০১৮- তারিখে কালিয়াচক আবাসিক মিশনে আসতে বলেন।

৫) ৩০.১০.২০১৮ তারিখে, আবেদনকারী অরুণ ঘোষ নামে এক ছাত্রের কাছ থেকে আরেকটি কল পান এবং তিনি আবেদনকারীকে বলেন যে তাঁর মেয়ে নাজনি খাতুন কালিয়াচক আবাসিক মিশনের ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মালদা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন। আবেদনকারী সুলতানগঞ্জের বাসিন্দা এবং আবেদনকারীর শ্যালকের বন্ধু জনাব এস কে-কে তাঁর মৃত মেয়ে নাজনি খাতুনের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কালিয়াচক আবাসিক মিশনে পাঠান। কালিয়াচক আবাসিক মিশনের প্রধান শিক্ষক জনাব আমিরুল ইসলাম জনাব এসকে-কে বলেন যে তিনি নাজনি খাতুনকে ৩০.১০.২০১৮-এ অভিভাবক হিসেবে ফোন করেছিলেন কিন্তু তার অভিভাবক ৩০.১০.২০১৮-এ অনুপস্থিত থাকায় তিনি আবার ৩১.১০.২০১৮-এ নাজনি খাতুনকে অভিভাবক হিসেবে ফোন করেছিলেন কিন্তু ৩০.১০.২০১৮-এর রাতে তাঁকে জানানো হয় যে নাজনি খাতুন কালিয়াচক আবাসিক মিশনের ছাদ থেকে পড়ে গেছেন।

৬) আবেদনকারী তখন হাসপাতালে ছুটে যান এবং তাঁর মেয়েকে গুরুতর অবস্থায় দেখতে পান। তিনি মালদা মেডিকেল কলেজে ৩১.১০.২০১৮-তারিখে ১০.৩০-এ মারা যান।

৭) অভিযোগটি মালদার কালিয়াচক থানায় দায়ের করা হয়েছিল এবং প্রথমে একটি সাধারণ ডায়েরি নম্বর ১৪১৪ তারিখের ৩১.১০.২০১৮ হিসাবে প্রাপ্ত হয়েছিল। চিঠি যা তখন এফ. আই. আর হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল ৩১.১০.২০১৮তারিখে । তদন্ত শেষ হওয়ার পরে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৬/৩৪ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছিল।

৮) আবেদনকারী বলেছেন যে তদন্তের সময়, সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা মামলাটিকে আত্মঘাতী প্রকৃতির হিসাবে দেখিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক পদ্ধতিতে মামলা ডায়েরি প্রস্তুত করেছিলেন। বলা হয়েছে যে আবেদনকারীর মেয়ে যদি পাঁচতলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে যেত, তবে পুরো শরীর এবং শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলিতে ফ্যাক্টর, ট্রমা এবং আঘাতের প্রকৃতি অবশ্যই চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সমর্থন করবে, তবে এটি চিকিৎসা আইনশাস্ত্রের নীতি লঙ্ঘন করে।

৯) এটি বলা হয় যে তদন্তকারী কর্মকর্তা মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর ঘোষণা রেকর্ড করার জন্য একজন বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটকে আমন্ত্রণ জানিয়ে কোনও আইনি পদক্ষেপ নেননি এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে না জানিয়ে মেডিকেল অফিসার দ্বারা ময়নাতদন্ত করা হয়েছিল। এমনকি ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি ছাড়াই তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছিল।

১০) আবেদনকারী অন্যান্য সাক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ১৬৪ নম্বর ধারার অধীনে তাঁদের বক্তব্য নথিভুক্ত করার জন্য তদন্তকারী আধিকারিকের কাছে যান, কিন্তু তদন্তকারী আধিকারিক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তাঁদের বক্তব্য নথিভুক্ত করতে অস্বীকার করেন। তদন্তকারী আধিকারিক সি আর পি সি ১৬১ নম্বর ধারার অধীনে তাঁর বক্তব্য নথিভুক্ত করেননি। এমনকি মালদার কালিয়াচক থানার -এর তদন্তকারী আধিকারিকও কোনও জিনিস বাজেয়াপ্ত করেননি বা রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য ভিসেরার কোনও নমুনা পাঠাননি এবং ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে কোনও তদন্ত করেননি। মালদার কালিয়াচক থানা এর তদন্তকারী আধিকারিকের দ্বারা কৃত কার্যপদ্ধতি

এমন হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা স্বাধীন হতে পারে। আবেদনকারীর মেয়ের মৃত্যুর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা ও তদন্ত পদ্ধতি সঠিক ও নিরপেক্ষ ছিল না। এমনকি চার্জশিটও নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে জমা দেওয়া হয়নি যা তদন্তকারী অফিসারের ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপের কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জামিন বাড়ানোর দরজা খুলে দেয়।

১১) অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত প্রকৃত অপরাধ প্রমাণ করার জন্য পর্যাপ্ত উপকরণ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে। কালিয়াচক আবাসিক মিশনের ছাত্র হলেন সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী যার বক্তব্য তদন্তকারী অফিসার গ্রহণ করেননি।

১২) আবেদনকারী বলেছেন যে তদন্তকারী আধিকারিকের বিদ্বেষপূর্ণ ও কলুষিত তদন্তের কারণে আবেদনকারী আশঙ্কা করছেন যে তাঁর মেয়ে আত্মহত্যা করেনি, কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাকে ধর্ষণ করার পরে তাকে হত্যা করেছে এবং এই সমস্ত দিকগুলি তদন্তকারী আধিকারিক এবং কালিয়াচক পি. এস-এর আই. ও দ্বারা দমন করা হয়েছে, মালদা পরিস্থিতিগত প্রমাণ উপেক্ষা করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল।

১৩) তদন্তকারী কর্মকর্তার কার্যকলাপ ও কর্মকাণ্ডে অসন্তুষ্ট হয়ে আবেদনকারী আরও পুনঃতদন্তের জন্য আবেদন করেন। শুনানি শেষে, বিজ্ঞ প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় কালিয়াচক থানার ভারপ্রাপ্ত পরিদর্শককে নির্দেশ দেন যে, পূর্ববর্তী তদন্তকারী কর্মকর্তা ব্যতীত সাব-ইন্সপেক্টরের পদমর্যাদার নীচে নয় এমন একজন যোগ্য পুলিশ কর্মকর্তাকে মামলার আরও তদন্ত করার জন্য এবং অন্য কোনও সংস্থার তদন্ত বিবেচনা না করে আরও প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করুন।

১৪) ব্যথিত হওয়ায়, বর্তমান সংশোধনটি দাখিল করা হয়েছে।

১৫) আবেদনকারীর পক্ষ থেকে যুক্তির লিখিত নোট দাখিল করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে মৃত ব্যক্তিকে প্রথমে কালিয়াচক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল এবং পরে মালদা মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, তদন্ত সংস্থা তদন্ত চলাকালীন কোনও হাসপাতালের ডাক্তার বা কর্মীদের পরীক্ষা করার কোনও প্রচেষ্টা করেনি।

১৬) যে ডাক্তার প্রথমবার ভুক্তভোগী মেয়েটিকে পরীক্ষা করেছিলেন, তাঁর বক্তব্য তদন্তকারী কর্মকর্তা রেকর্ড করেননি এবং এমনকি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও কোনও পদক্ষেপ নেননি যেখানে ভুক্তভোগী মেয়ের মৃত্যুর বিবৃতি নথিভুক্ত করার জন্য ভুক্তভোগী মেয়ের চিকিত্সা করা হয়েছিল, কারণ ঘটনাটি প্রাথমিকভাবে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়নি এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃতভাবে ডাঃ তাপস সরকারের বক্তব্য রেকর্ড করতে অবহেলা করেছিলেন যিনি কালিয়াচক হাসপাতালে প্রথমবার ভুক্তভোগী মেয়েকে পরীক্ষা করেছিলেন।

১৭) আবেদনকারী এবং তার বাবা সহ সমালোচনামূলক সাক্ষীদের তদন্তকারী সংস্থা দ্বারা পরীক্ষা করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে তদন্তকারী সংস্থা ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারার অধীনে বা ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে তাদের বিবৃতি রেকর্ড করার চেষ্টাও করেনি।

১৮) তদন্তটি এমনভাবে পরিচালিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে যাতে জড়িত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আড়াল করা যায়, যা ঘটনার সময় উপস্থিত স্কুল কর্মী, ছাত্র এবং রুমমেটদের জিজ্ঞাসাবাদ না করা থেকে স্পষ্ট।

১৯) মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এবং এই মহামান্য আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘন করে মৃতের দেহের ময়নাতদন্ত ভিডিও-গ্রাফ করা হয়নি। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন, যা আঘাতের ইঙ্গিত দেয়, সন্দেহজনক বলে মনে হয়, কারণ এটি ছাদ থেকে (৫ম মেঝে) কথিত মারাত্মক পতন সত্ত্বেও মৃতের মাথার ত্বককে সুস্থ বলে বর্ণনা করে।

২০) তদন্তকারী সংস্থা ভিসেরা রিপোর্ট পেতে ব্যর্থ হয়েছিল, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ, যা নাজনি খাতুনের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্ধারণ করতে সহায়তা করতে পারত, বিশেষত ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনের নির্ভুলতা এবং পর্যাপ্ততা সম্পর্কে উত্থাপিত সন্দেহের কথা বিবেচনা করে।

২১) এখানে বর্ণিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, বর্তমান তদন্তকারী সংস্থা শুরু থেকেই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের রক্ষা করার জন্য প্রকাশ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে, যাদের যথেষ্ট প্রভাব ও প্রভাব রয়েছে। মামলার গুরুত্ব সত্ত্বেও, তদন্তকারী সংস্থার দ্বারা পরিচালিত তদন্তটি দুর্বল এবং অপর্যাপ্ত। এই পদ্ধতির ফলে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ সংগ্রহ করতে এবং ঘটনার চারপাশের সত্য তথ্য উন্মোচন করতে ব্যর্থ হয়েছে। এখানে বর্ণিত সত্যটি থেকে এটি প্রদর্শিত হয় যে, বর্তমান তদন্তকারী সংস্থা শুরু থেকেই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল।

২২) যে তদন্তকারী কর্মকর্তা একটি মুক্ত, নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করেননি এবং নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে।

২৩. শ্রী আশীষ কুমার চৌধুরী আবেদনের পক্ষে নিম্নলিখিত রায়গুলির উপর নির্ভর করেছেনঃ-

"বিনয় ত্যাগী বনাম ইরশাদ আলী ওরফে দীপক এবং অন্যান্য, (২০১৩) ৫ এস সি সি ৭৬২।

৪৩. এই পর্যায়ে, আমরা ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের আরেকটি সুপ্রতিষ্ঠিত অনুশাসনও বলতে পারি যে, কোডের ৪৮২ ধারার অধীনে বা এমনকি ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে উচ্চতর আদালতগুলির "আরও তদন্ত", "নতুন" বা "নতুন" এবং এমনকি "পুনর্বিবেচনা" নির্দেশ করার এখতিয়ার রয়েছে। "নতুন", "নতুন" এবং "পুনর্বিবেচনা" সমার্থক অভিব্যক্তি এবং তাদের ফলাফল আইনে একই হবে। উচ্চতর আদালতগুলি এমনকি তদন্তকে এক সংস্থা থেকে অন্য সংস্থায় স্থানান্তর করার ক্ষমতাও ন্যস্ত করে, যদি ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যগুলি এই ধরনের পদক্ষেপের দাবি করে। অবশ্যই, এটি একটি স্থির নীতি যে এই ক্ষমতাটি উচ্চতর আদালতগুলিকে খুব কম এবং খুব সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে।

৪৫. "পুনর্বিবেচনা" বা "ডি নভো" তদন্তের আদেশ/নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা উচ্চতর আদালতের অধীনে পড়ে, তাও ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে। যদি কেউ কোডের বিধানগুলি পরীক্ষা করে দেখেন, তবে প্রতিবেদনগুলি বাতিল করার কোনও নির্দিষ্ট বিধান নেই, কেবলমাত্র তদন্তকারী সংস্থা একটি ক্লোজার রিপোর্ট দাখিল করতে পারে (যেখানে তদন্তকারী সংস্থার মতে, কোনও অপরাধ করা হয় না)। এমনকি এই জাতীয় প্রতিবেদনও বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেটের গ্রহণযোগ্যতার সাপেক্ষে, যিনি তাঁর প্রজ্ঞায় এই জাতীয় প্রতিবেদন গ্রহণ করতে পারেন বা নাও করতে পারেন।বৈধ কারণে, আদালত, এই ধরনের প্রতিবেদন গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, "আরও তদন্তের" নির্দেশ দিতে পারে, অথবা এমনকি মামলার রেকর্ড এবং তার সাথে সংযুক্ত নথির ভিত্তিতে, অভিযুক্তকে তলব করতে পারে।

"রুবাবউদ্দিন শেখ বনাম গুজরাট রাজ্য ও অন্যান্য, (২০১০) ২ এস সি সি ২০০।

৬০. অতএব, উপরে আমাদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, গুয়ারাত রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী জনাব রোহতগির এই যুক্তি মেনে নেওয়া কঠিন যে ফৌজদারি কার্যধারায় আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়ার পরে এই আদালত বা এমনকি হাইকোর্টের পক্ষেও এই মামলার তদন্ত সিবিআই বা কোনও স্বাধীন সংস্থার কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ দেওয়া সম্ভব ছিল না। অতএব, এটি নিরাপদে উপসংহারে বলা যেতে পারে যে একটি উপযুক্ত মামলায় যখন আদালত মনে করে যে পুলিশ কর্তৃপক্ষের তদন্ত সঠিক দিকে নয় এবং মামলার সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করার জন্য এবং যেহেতু উচ্চ পুলিশ কর্মকর্তারা উক্ত অপরাধে জড়িত, তখন আদালতের কাছে তদন্তটি সিবিআইয়ের মতো স্বাধীন সংস্থার কাছে হস্তান্তর করার জন্য সর্বদা উন্মুক্ত ছিল। এটি বলা যায় না যে চার্জশিট জমা দেওয়ার পরে, উপযুক্ত মামলায় আদালত সিবিআইয়ের মতো স্বাধীন সংস্থার কাছে তদন্ত হস্তান্তর করার ক্ষমতা রাখে না।

৬১ এই আলোচনার কথা মাথায় রেখে, অর্থাৎ, একটি উপযুক্ত মামলায়, চার্জশিট জমা দেওয়ার পরেও আদালত সিবিআইয়ের মতো একটি স্বাধীন সংস্থার কাছে তদন্ত হস্তান্তর করার ক্ষমতা রাখে, আমরা এখন এই মামলার তথ্য নিয়ে আলোচনা করি যে আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়া সত্ত্বেও এই তদন্তটি সিবিআই কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনও স্বাধীন সংস্থায় স্থানান্তরিত করা উচিত কিনা। এই ভিত্তিতে, আমরা আমাদের সামনে রাজ্য পুলিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জমা দেওয়া আটটি পদক্ষেপের প্রতিবেদন এবং উপস্থাপিত বিভিন্ন উপকরণ এবং উভয় পক্ষের বিদ্বান কৌঁসুলির জমা দেওয়া বিষয়গুলিও যত্ন সহকারে পরীক্ষা করেছি।

২৪. রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী পি.কে. দত্ত কেস ডায়েরি এবং লিখিত যুক্তি উপস্থাপনের পর দাখিল করেছেন যে, হোস্টেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত মঞ্জুর বসাক ১৬১ ধারার সিআর.পি.সি.-এর অধীনে তার জবানবন্দিতে বলেছেন যে, গত কয়েকদিন ধরে ভুক্তভোগী খুব নীরব ছিলেন এবং তাকে অভিভাবকের কাছে ফোন করা হয়েছিল এবং অভিভাবক না আসায়, প্রধান স্যার আমিরুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান, আতাউর রহমান, মো. বদিরুদ্দিন, আকবর হোসেন তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছেন যার জন্য তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

২৫. ভুক্তভুগীর রুমমেট সেহানাজ পারভীন বলেছেন যে গত কয়েক দিন ধরে ভুক্তভোগী চুপ করে ছিল, কারণ তাকে অভিভাবক কল দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু কোনও অভিভাবক আসেনি, তাই হাবিবুর, আমিরুল, আতাউর, বদিরুদ্দিন, আকবর হোসেন তাকে মৌখিকভাবে গালিগালাজ করেছিলেন। ৩০/১০/২০১৮ তারিখে সন্ধ্যায় যখন সেহানাজ অন্যদের সাথে খাবার খেতে গিয়েছিল, তখন সে নাজনীকে দেখতে পায়নি এবং পরে শুনেছিল যে নাজনি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েছিল।

২৬ রাজ্য আরও জানিয়েছে যে কেউ অভিযোগ করেনি যে ভুক্তভোগীকে হত্যা করা হয়েছে বা তার উপর যৌন নির্যাতনের কোনও অভিযোগ রয়েছে।

২৭ এটি আরও বলা হয়েছে যে আঘাতগুলি উল্লেখ করা হয়েছে, প্রধানত হায়য়েড/থাইরয়েড হাড় অক্ষত থাকা যে কোনও ম্যানুয়াল শ্বাসরোধকে অস্বীকার করে। পিএম রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে ভুক্তভোগীর ৩ থেকে ৫ টি পাঁজরের টিয়ার, প্লুরা, ফুসফুস, প্লীহা এবং পেরিটোনিয়াল গহ্বরে জমাট বাঁধা রক্ত এবং তাদের উপর একাধিক স্থানচ্যুতি ফ্র্যাকচার প্রাক-মৃত্যুর আঘাত এবং তারা দেখায় যে ভুক্তভোগী নিজেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেছে। উরুর উপর কেবল আড়াআড়ি স্ক্র্যাচগুলি যৌন আক্রমণ অনুমান করার জন্য যথেষ্ট নয়। কোনও বিদেশী দেহও সনাক্ত করা যায়নি। মাথার ত্বক/কশেরুকা অক্ষত থাকার বিষয়টি নির্ভর করবে যে শরীর কোন ভঙ্গিমায় পড়েছিল এবং এইভাবে পাওয়া আঘাতগুলি প্রাথমিকভাবে এর অনুমানকে জন্ম দেয় না হত্যা এবং আত্মহত্যা নয়।

২৮. এটিও বলা হয়েছে যে মেডিকেল প্রমাণ যৌন নিপীড়নের বিষয়টি অস্বীকার করে এবং সমস্ত সাক্ষী বলেছেন যে যেহেতু ভুক্তভোগী মৌখিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিল, তাই সে আত্মহত্যা করেছে।

২৯. পরিশেষে, বিজ্ঞ প্রসিকিউটর বলেছেন যে মামলার রেকর্ডগুলি দেখায় না যে একটি খারাপ তদন্ত হয়েছে এবং কোনওভাবেই উক্ত তদন্তকে অন্যায্য, কলঙ্কিত এবং অনুসন্ধানী নিয়মের লঙ্ঘন বলা যেতে পারে না। বিশেষজ্ঞ প্রমাণগুলি যৌন নিপীড়নের কোনও পরামর্শকে এই সত্যের সাথে সংযুক্ত করে যে প্রমাণ থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি মামলাটিকে নরহত্যা/আত্মহত্যার প্রকৃতির ক্ষেত্রে নিয়ে আসবে, একই সাথে মামলাটি অন্য কোনও তদন্তকারী সংস্থার কাছে হস্তান্তর করার নিশ্চয়তা দিতে পারে না, যার নাম সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন। ৬২৪/২০২৩ (রয়ডেন হ্যারল্ড বুথেলো এবং চ্যাটিসগড়ের আরেকটি বনাম রাজ্য) যেহেতু অভিযুক্ত বা অভিযোগকারী বা তথ্যদাতা কেউই তাদের নিজস্ব তদন্তকারী সংস্থা বেছে নেওয়ার অধিকারী নন।

৩০ মামলা ডায়েরি সহ রেকর্ডের উপকরণগুলি থেকে দেখা যায় যেঃ-

i) ছুটির দিনে মৃত ব্যক্তির ভাইকে ২৮.১০.২০১৮-তারিখে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, মৃত ব্যক্তিকে বাড়ি যেতে দেওয়া হয়নি।

"* এই বিষয়ে কোনও তদন্ত হয়নি যে, যখন ভাই ও বোন একই স্কুলের ছাত্র ছিল, তখন কেন ২৮.১০.২০১৮ তারিখে ছুটির সময় বোনকে তার ভাইয়ের সাথে বাড়ি যেতে দেওয়া হয়নি ৩০.১০.২০১৮ তারিখে (দুই দিন পর) স্কুল হোস্টেলে তার মৃত্যু হয়।

ii) স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী এস কে (যে ব্যক্তিকে ভুক্তভোগীর বাবা ফোনে অবিলম্বে পাঠিয়েছিলেন) কে বলেছিলেন যে তিনি নাজনি খাতুনকে (শিকার) ৩০.১০.২০১৮- তারিখে অভিভাবক কল করেছিলেন কিন্তু তার অভিভাবক অনুপস্থিত থাকায় ৩০.১০.২০১৮- তারিখে আবার ৩১.১০.২০১৮-তারিখে তিনি ভুক্তভোগীর অভিভাবককে কল করেছিলেন কিন্তু ৩০.১০.২০১৮-তারিখের রাতে তাকে জানানো হয়েছিল যে ভুক্তভোগী স্কুলের ছাদ থেকে পড়ে গেছে।

- মামলা ডায়েরির মোট দৈর্ঘ্য এবং আয়তনের মধ্যে রয়েছে কেন অভিভাবককে ফোন করা হয়েছিল সে সম্পর্কে কখনও ফিসফিস করে কিছু বলা হয়নি। সুতরাং অভিভাবককে ফোন করার কারণ খুঁজে বের করার জন্য কোনও তদন্ত নেই, যেমনটি বলা হয়েছে।

তদন্তের উক্ত অংশটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ অভিযোগ করা হয়েছে, এর পরপরই ভুক্তভোগী তার মৃত্যুতে পতিত হয়, যার বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর।

এগুলি তদন্তকারী অফিসারের পক্ষ থেকে এবং এইভাবে তদন্তে গুরুতর চাপের ইঙ্গিত দেয়।

ঘটনার দিন প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষকদের দ্বারা ভুক্তভোগীকে তিরস্কার করার কারণও রেকর্ডে আনা হয়নি।

অভিভাবক ডাকে ভুক্তভোগীর বাবা-মায়ের কোনও প্রতিক্রিয়া, অভিযোগ অনুযায়ী ভুক্তভোগীকে গালিগালাজ ও তিরস্কার করার কোনও দৃঢ় ভিত্তি নয়। তাই এটি তদন্ত করাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

আরও বেশি, যেহেতু তদন্তকারী সংস্থা দ্বারা ভুক্তভোগীকে আত্মহত্যা করার জন্য এটিই একমাত্র ভিত্তি।

iii) অভিযোগকারী ধারা ১৬১ ফৌজদারি কারজবিধির অধীনে তার বিবৃতিতে বলেছেন যে তার বাবা এবং ভুক্তভোগীর দাদা। ফৈজুদ্দিন ২৮.১০.১৮-এ স্কুলে ভুক্তভোগীর সাথে দেখা করেছিলেন।

ফৈজুদ্দিন সবচেয়ে কাছের আত্মীয়দের মধ্যে একজন, ভুক্তভোগীর সাথে তার মৃত্যুর আগে শেষ দেখা হয়েছিল, কিন্তু তাকে পরীক্ষা করা হয়নি।

iv) যে পাঁচতলা ভবন থেকে ভুক্তভোগী পড়েছিলেন তার উচ্চতা ৬০ ফুট।

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেখায়ঃ-

ক) মাথার ত্বক সুস্থ এবং অক্ষত।

খ) হায়য়েড/থাইরয়েড অক্ষত।

গ) ফ্র্যাকচার সহ বেশ কয়েকটি আঘাত।

ঘ) যৌন নিপীড়ন বাতিল করার জন্য কোন পরীক্ষা করা হয়নি।

ঙ) (গুরুতর) আঘাতগুলি বুকের এলাকায় সীমাবদ্ধ।

৩১. আঘাতের **প্রকৃতি, ব্যাপ্তি এবং অবস্থান** সম্পর্কে কোনও মতামত নেই নেওয়া হয়নি বা তদন্ত করা হয়নি।

৩২. ১৬ বছর বয়সী একটি মেয়ে তার নিজের বোর্ডিং স্কুলে মারা গেছে।

৩৩. তদন্তটি সুষ্ঠু বা পুঙ্খানুপুঙ্খ হয়নি।

৩৪ উপরে উল্লিখিত পয়েন্টগুলি কোনও ফাউল খেলার সম্ভাবনা বাতিল করার জন্য তদন্ত করা হয়নি।

৩৫. এগুলি তদন্ত করা প্রয়োজন।

৩৬. বিচার আদালত একই সংস্থার দ্বারা আরও তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কারণ অন্য কোনও সংস্থার দ্বারা আরও তদন্ত/বা পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই **(চন্দ্রবাবু বনাম @মোসেস বনাম পুলিশ পরিদর্শক ও অন্যান্যদের মাধ্যমে রাজ্য। (২০১৫) ৮ এস. সি. সি ৭৭৪)।**

৩৭. অনন্ত **থানুর কারমুস বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য মামলায়, ২০২৩ সালের ১৩ নং ফৌজদারি আপিল, ২০২৩ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি,** সুপ্রিম কোর্টের আদেশ -

> ৮। এখন যতদূর পর্যন্ত চার্জশিট দাখিল এবং অভিযোগ গঠনের পরেও আরও তদন্ত/পুনরায় তদন্ত/নতুন তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার সাংবিধানিক আদালতের ক্ষমতা সম্পর্কিত, নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করতে হবেঃ-৮.১ ভারতী তামাং (উপরে)-এর ক্ষেত্রে, বাবুভাই বনাম গুজরাট রাজ্য (২০১০) ১২ এস. সি. সি. ২৫৪ (অনুচ্ছেদ ৪০ ও ৪২) এবং রাম জেঠমালানি বনাম ভারত ইউনিয়ন (২০১১) ৮ এস. সি. সি. ১ এবং এই বিষয়ে অন্যান্য সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এই আদালতের পরবর্তী সিদ্ধান্ত বিবেচনা করার পরে, শেষ পর্যন্ত যে নীতিগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপঃ -
>
> ৪১, আবেদনকারীর কৌঁসুলির পাশাপাশি উত্তরদাতাদের কৌঁসুলির দ্বারা নির্ভর করা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত থেকে নিম্নলিখিত নীতিগুলি বের করা যেতে পারে।
>
> ৪১. ১ প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতার পরীক্ষা তার প্রাসঙ্গিকতার উপর নির্ভর করে।

৪১.২। যদি না কোনও স্পষ্ট বা অন্তর্নিহিত সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা বা অন্য কোনও আইন থাকে, এমনকি কোনও অবৈধ অনুসন্ধান বা বাজেয়াপ্তির ফলস্বরূপ উপস্থাপিত প্রমাণও বন্ধ করার যোগ্য নয়।

৪১. ৩ যদি তদন্ত বা বিচারের ক্ষেত্রে ঘাটতি দৃশ্যমান হয় বা এমন পর্দা তুলে ধরে বোঝা যায় যা বাস্তবতা লুকানোর চেষ্টা করে বা সুস্পষ্ট ঘাটতি ঢেকে দেয়, তবে আদালতকে আইনের কাঠামোর মধ্যে যথাযথভাবে লোহার হাত দিয়ে এর মোকাবিলা করতে হবে।

৪১. ৪ আদালতের মতো প্রসিকিউটরেরও কর্তব্য হল সম্পূর্ণ এবং বস্তুগত তথ্য যাতে নথিভুক্ত করা হয় তা নিশ্চিত করা যাতে ন্যায়বিচারের অপব্যবহার না হয়।

৪১. ৫ ফৌজদারি মামলা যাতে কোনও ঘাটতি ছাড়াই চলে, তা নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই আদালত বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করতে পারে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে যথাযথ নির্দেশ দিতে পারে যাতে প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য এবং কার্যকরীভাবে মামলা পরিচালনার জন্য এই ধরনের বিশেষভাবে গঠিত তদন্তকারী দলকে প্রয়োজনীয় সমস্ত সহায়তা দেওয়া যায়।

৪১.৬. রাষ্ট্রের অন্যান্য উপকরণের সাথে ফৌজদারি মামলা দায়ের করার দায়িত্ব দেওয়ার সময় বা একটি বিশেষ তদন্ত দল গঠন করার সময়, উচ্চ আদালত বা এই আদালতও মামলাটির যথাযথ পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য এই ধরনের তদন্ত পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

৪১. ৭ উপযুক্ত ক্ষেত্রে, এমনকি দাখিল করা চার্জশিটেও, এই আদালত বা এমনকি উচ্চ আদালতের পক্ষে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারের জন্য মামলার তদন্ত সিবিআই বা অন্য কোনও স্বাধীন সংস্থার কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

৪১. ৮. ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে আদালত ফৌজদারি বিচারের ব্যর্থতা রোধ করার জন্য এবং প্রয়োজনে তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে।" ৮.২ ধর্ম পালের ক্ষেত্রে (উপরে), এই বিষয়ে সিদ্ধান্তের তালিকা বিবেচনা করার পর, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে সাংবিধানিক আদালতগুলি অন্য কোনও তদন্তকারী সংস্থা দ্বারা আরও তদন্ত বা তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে। এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে উদ্দেশ্য হল, একটি সুষ্ঠু তদন্ত এবং একটি সুষ্ঠু বিচার হওয়া উচিত। এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে সুষ্ঠু তদন্ত না হলে সুষ্ঠু বিচার বেশ কঠিন হতে পারে। আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে নতুন করে, নতুন করে বা পুনঃতদন্তের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা সাংবিধানিক আদালতের উপর ন্যস্ত থাকায়, কিছু সাক্ষীর বিচার শুরু করা এবং তাদের পরীক্ষা করা উক্ত সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাধা হতে পারে না যা একটি সুষ্ঠু এবং ন্যায়সঙ্গত তদন্ত নিশ্চিত করার জন্য। পর্যবেক্ষণ এবং ধরে রাখার সময়, অনুচ্ছেদ ২৪ এবং ২৫-এ, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং ধরা হয়েছে:-

২৪. এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সাংবিধানিক আদালত অন্য কোনও তদন্তকারী সংস্থার দ্বারা আরও তদন্ত বা তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে। উদ্দেশ্য হল, একটি সুষ্ঠু তদন্ত এবং একটি সুষ্ঠু বিচার হওয়া উচিত। নিরপেক্ষ তদন্ত না হলে সুষ্ঠু বিচার বেশ কঠিন হতে পারে। আমরা পুরোপুরি সচেতন যে অন্য কোনও সংস্থার দ্বারা আরও তদন্তের নির্দেশ খুব কম সময়ে জারি করতে হবে তবে এই মামলায় বর্ণিত তথ্যগুলি আমাদের উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধ্য করে। আমরা মনে করি যে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য আদেশ দেয় যে ভুক্তভোগীর কারণ, মৃতের স্বামী, উত্তর দেওয়ার যোগ্য যাতে ন্যায়বিচারের গর্ভপাত এড়ানো যায়। অতএব, এই ক্ষেত্রে মামলার পর্যায়টি নিয়ন্ত্রক ফ্যাক্টর হতে পারে না।

২৫. আমরা আরও স্পষ্ট করে বলতে পারি। সাংবিধানিক আদালতকে নতুন করে তদন্ত বা পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া, বিচার শুরু করা এবং কিছু সাক্ষীর পরীক্ষা করা উক্ত সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও বাধা হতে পারে না, যা একটি সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত তদন্ত নিশ্চিত করার জন্য। এটি কখনই ভুলে যাওয়া যায় না যে যেহেতু মহা সাগরের একটি মাত্র পরীক্ষা রয়েছে, লবণের পরীক্ষা, তাই ন্যায়বিচারের একটি স্বাদ রয়েছে, কোনও বৈষম্য ছাড়াই মানুষের দুর্দশার জবাব দেওয়ার স্বাদ। আমরা আরও যোগ করতে পারি যে কোনও নাগরিক যদি মনে করে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংসের সম্ভাবনা রয়েছে, একজন দরিদ্র মানুষের দ্বারা উচ্চারিত সত্যটি খুব কমই শোনা হয়। সূর্য ওঠে এবং সূর্য অস্ত যায়, আলো ও অন্ধকার আসে এবং বসন্ত আসে এবং চলে যায়, এমনকি সময়ের গতিপথও কৌতুকপূর্ণ, কিন্তু ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সত্য থেকে যায় এবং উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সত্যকে সমর্থন করা একটি আদালতের কর্তব্য এবং সত্য মানে প্রতারণার অনুপস্থিতি, জালিয়াতির অনুপস্থিতি এবং ফৌজদারি তদন্তে একটি প্রকৃত ও নিরপেক্ষ তদন্ত, এমন একটি তদন্ত নয় যা নিজেকে একটি ছদ্মবেশী হিসাবে প্রকাশ করে। এটি গ্রহণযোগ্য নয়। এটি মনে রাখতে হবে যে নিরপেক্ষ এবং সত্যবাদী তদন্ত অপরিহার্য। তদন্তে যদি ইন্ডেন্টেশন বা কনক্যাভিটি থাকে তবে তদন্তে "বিশ্বাস" কে কি গসপেল সত্য হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে? এর কি প্রকৃত তদন্তের পবিত্রতা বা বিশুদ্ধতা থাকবে? যদি তদন্তের বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ দেখা দেয়,

যদি কোনও সাংবিধানিক আদালত হাত বন্ধ করে এই প্রস্তাবটি মেনে নেয় যে বিচার শুরু হওয়ার সাথে সাথে বিষয়টি তার বাইরে চলে যায়। এটি প্রসিকিউশনের "ট্যুর ডি ফোর্স" এবং আমরা যদি নিজেদেরকে এটি বলার অনুমতি দিই তবে এটি "ইড ফিক্স" হয়ে গেছে তবে আমাদের দৃষ্টিতে সাংবিধানিক আদালতের আধিপত্যকে ভাল বা বিতর্কের দ্বারা দমন বা দমিয়ে রাখা যায় না। অবশ্যই, সন্দেহের অবশ্যই কোনও ধরণের ভিত্তি এবং ভিত্তি থাকতে হবে এবং এটি একজনের বুনো কল্পনার চিত্র নয়। কেউ মনে করতে পারে যে নিরপেক্ষ তদন্ত একটি নাসিকাঘাত হবে তবে তা না করা সম্ভবপরায়ণ খেলার মতো হবে। যেমনটি আগে বলা হয়েছে, ঘটনাগুলি স্বতঃসিদ্ধ এবং শোকার্ত নায়ক, নিম্ন স্তরের একজন ব্যক্তি। তাকে আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

৩৮। রাজ্যে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন বনাম হেমেন্দ্র রেড্ডি ইত্যাদির মাধ্যমে ফৌজদারি আপিল নং..... ২০২৩ (উদ্ভূত ২৮শে এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে আদেশ দেয় ২০১৭ সালের এসএলপি (সিআরএল) সংখ্যা ৭৬২৮-৭৬৩০-এর মধ্যে :-

"আরও তদন্ত" এবং "পুনরায় তদন্ত"-এর মধ্যে পার্থক্য

৫১। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে "আরও তদন্ত" এবং "পুনরায় তদন্ত" সম্পূর্ণরূপে একটি ভিন্ন ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। রামচন্দ্রন বনাম আর. উদয়কুমার এবং অন্যান্য (২০০৮) ৫ এস. সি. সি ৪১৩-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, এই আদালত কে. চন্দ্রশেখর বনাম কেরালা রাজ্য এবং অন্যান্য (১৯৯৮) ৫ এস. সি. সি ২২৩-এ রিপোর্ট করা তার আগের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছে। আমরা নীচে ৭ এবং ৮ অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করিঃ ৭। এই মুহূর্তে কোডের ১৭৩ ধারাটি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। উপরের ধারার একটি সরল পাঠ থেকে এটি স্পষ্ট যে কোডের ১৭৩ ধারার উপ-ধারা (২) এর অধীনে তদন্ত শেষ হওয়ার পরেও, পুলিশের উপ-ধারা (৮) এর অধীনে আরও তদন্ত করার অধিকার রয়েছে, তবে নতুন তদন্ত বা পুনর্বিবেচনা নয়। এটি কে চন্দ্রশেখর বনাম কেরালা রাজ্য [(১৯৯৮) ৫ এসসিসি ২২৩:১৯৯৮ এসসিসি (সিআরআই) ১২৯১]-এ এই আদালত দ্বারা হাইলাইট করা হয়েছিল। এটি, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ (এসসিসি পৃ. ২৩৭, অনুচ্ছেদ ২৪) "২৪। অভিধানের অর্থ 'আরও' (যখন একটি বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়) 'অতিরিক্ত; আরও; পরিপূরক'।সুতরাং 'আরও' তদন্ত পূর্ববর্তী তদন্তের ধারাবাহিকতা এবং পূর্ববর্তী তদন্তকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে নতুন করে তদন্ত বা পুনরায় তদন্ত শুরু করা নয়। এই সিদ্ধান্তে আমরা এই সত্য থেকে অনুপ্রেরণাও নিয়েছি যে উপ-ধারা (৮) স্পষ্টভাবে পরিকল্পনা করেছে যে আরও তদন্ত শেষ হওয়ার পরে

এই ধরনের তদন্তের সময় প্রাপ্ত 'আরও' প্রমাণ সম্পর্কে তদন্তকারী সংস্থাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি 'আরও' প্রতিবেদন বা প্রতিবেদন পাঠাতে হবে-এবং নতুন প্রতিবেদন বা প্রতিবেদন নয়।

৮. উপরে উল্লিখিত আইনের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে, পুনর্বিবেচনা বা নতুন তদন্তের জন্য উচ্চ আদালতের নির্দেশগুলি স্পষ্টভাবে অসমর্থনীয়। অতএব, আমরা নির্দেশ দিচ্ছি যে নতুন তদন্তের পরিবর্তে কোডের ধারা ১৭৩ (৮) এর অধীনে প্রয়োজন হলে আরও তদন্ত করা যেতে পারে। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সিবি সিআইডি দ্বারাও একই কাজ করা যেতে পারে। "আরও তদন্ত" বিষয়ে আইনের অবস্থান''

৭৭। আমরা আমাদের চূড়ান্ত উপসংহারটি নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত করতে পারিঃ

(i) ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করার পরেও এবং গৃহীত হওয়ার পরেও তদন্তকারী সংস্থার পক্ষে এই মামলায় আরও তদন্ত করা জায়েয। অন্য কথায়, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৭৩ (২) ধারার অধীনে জমা দেওয়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন গৃহীত হওয়ার পরে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৭৩ (৮) ধারার অধীনে আরও তদন্ত পরিচালনার বিরুদ্ধে কোনও বাধা নেই।

(ii) ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৭৩ (৮) ধারার অধীনে আরও তদন্ত চালানোর আগে চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রহণকারী আদেশটি পর্যালোচনা, প্রত্যাহার বা বাতিল করার প্রয়োজন নেই।

(iv) আরও তদন্ত কেবল পূর্ববর্তী তদন্তের ধারাবাহিকতা, তাই এটি বলা যায় না যে অভিযুক্তদের দু 'বার তদন্ত করা হচ্ছে। উপরন্তু, তদন্তকে বিচার ও শাস্তির সমতুল্য করা যাবে না যাতে সংবিধানের ২০ অনুচ্ছেদের (২) প্রকরনের আওতায় পড়ে। অতএব, দ্বৈত বিপদের নীতি আরও তদন্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

(v) ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৭৩ (৮) ধারার অধীনে আরও তদন্তের জন্য আবেদন বিবেচনা করার সময় আদালত অভিযুক্তের কথা শুনতে বাধ্য বলে মনে করার মতো কিছুই ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে নেই।

৮৪. উপরোক্ত প্রসঙ্গে, আমরা কেবল বলতে পারি যে ফৌজদারি বিচারের সাধারণ নিয়ম হল "একটি অপরাধ কখনই মারা যায় না"। নীতিটি সুপরিচিত উক্তি নালাম টেম্পাস অট লোকাস ইভেন্ট্রিট রেজি-তে প্রতিফলিত হয় যে

ফৌজদারি অপরাধটি রাষ্ট্র ও সমাজের বিরুদ্ধে ভুল হিসাবে বিবেচিত হয় যদিও এটি কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে করা হয়েছে। সাধারণত, গুরুতর 'অপরাধের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র দ্বারা মামলা দায়ের করা হয় এবং কেবল বিলম্বের ভিত্তিতে মামলা খারিজ করার কোনও ক্ষমতা আদালতের নেই। কেবল আদালতে যেতে বিলম্ব করা মামলাটি খারিজ করার পক্ষে কোনও ভিত্তি বহন করবে না। যদিও এটি চূড়ান্ত রায়ে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি হতে পারে। (দেখুনঃ **জাপানি সাহু বনাম চন্দ্র শেখর মোহান্তি** (২০০৭) ৭ এসসিসি ৩৯৪-এ রিপোর্ট করেছেন।)

৮৫. **হাসানভাই** (উপরে)-এর নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি এই আদালত আরও তদন্তের প্রসঙ্গে করেছেঃ

"১৩.. ....যদি আরও তদন্তের প্রয়োজন হয়, তবে আইন দ্বারা নির্ধারিত অবশ্যই তা করা যেতে পারে। নিছক সত্য যে বিচার শেষ করতে আরও বিলম্ব হতে পারে তা আরও তদন্তের পথে দাঁড়ানো উচিত নয় যদি এটি আদালতকে সত্যে পৌঁছাতে এবং বাস্তব এবং সারগর্ভের পাশাপাশি কার্যকর ন্যায়বিচার করতে সহায়তা করে। ..." .....

৮৬। সুতরাং, ন্যায়বিচার প্রদানের ক্ষেত্রে একটি সুষ্ঠু বিচারের নিশ্চয়তা প্রথম আবশ্যক। [রেফারেন্সঃ **পুলিশ কমিশনার, দিল্লি এবং আরেকটি বনাম রেজিস্ট্রার, দিল্লি উচ্চ আদালত , নয়াদিল্লি (১৯৯৬) ৬ এস. সি. সি ৩২৩**-এ রিপোর্ট করেছেন]। বিনয় ত্যাগী (উপরে)-তেও সুষ্ঠু তদন্তের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে যেখানে এটি নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ

৪৮. ফৌজদারি আইনশাস্ত্রে "সুষ্ঠু ও যথাযথ তদন্ত" অভিব্যক্তিটির শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য কীঃ এর একটি দ্বৈত উদ্দেশ্য রয়েছেঃ প্রথমত, তদন্ত অবশ্যই নিরপেক্ষ, সৎ, ন্যায়সঙ্গত এবং আইন অনুসারে হতে হবে; দ্বিতীয়ত, একটি সুষ্ঠু তদন্তের উপর সম্পূর্ণ জোর দিতে হবে উপযুক্ত এক্তিয়ারের আদালতে মামলার সত্য প্রকাশ করা।

৮৭। **পূজা পাল বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য (২০১৬) ৩ এস. সি. সি ১৩৫**-এ রিপোর্ট করা সিদ্ধান্তের বিষয়েও উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে ভারতের সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে অন্তর্ভুক্ত মৌলিক অধিকারগুলি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে "দ্রুত বিচার"-এর সঙ্গে "সুষ্ঠু বিচার"-এর সংমিশ্রণে আলোচনা করা হয়েছিলঃ

"৮৩. ভারতের সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত জীবনের মৌলিক অধিকারের সারমর্ম, যদিও একটি "দ্রুত বিচার" এর ধারণার একটি সহযোগী "ন্যায্য বিচার" রয়েছে, উভয়ই একটি বিচার প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য উপাদান, যা চূড়ান্ত বিচারক হিসাবে আইন আদালতের বিচারিক সিদ্ধান্তে পরিণত হয়। দ্রুত বিচার এবং সুষ্ঠু বিচারের অধিকারের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে একটি গুণগত পার্থক্য রয়েছে যাতে প্রথমটিকে অস্বীকার করা নিজেই অভিযুক্তের পক্ষে পক্ষপাতদুষ্ট হবে না, যখন ন্যায্য বিচারের আবশ্যিকতার বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়। যেহেতু মৌলিকভাবে, ন্যায়বিচার কেবলই করতে হবে না, তবে অবশ্যই করা হয়েছে বলে মনে হতে হবে, কোনও নিরপেক্ষ সংস্থার দ্বারা আরও তদন্ত বা পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দেওয়ার জন্য কোনও আদালতের অবশিষ্ট এখতিয়ার, রাজ্য পুলিশ দ্বারা তদন্ত সত্ত্বেও, মূলত প্রয়োগ করতে হবে যদি তদন্তের দায়িত্বে থাকা সংবিধিবদ্ধ সংস্থাটি অকার্যকর বলে মনে হয় বা অনুমান করা হয় বা অনুমান করা হয় যে সে তার কাজগুলি ন্যায্যভাবে, অর্থপূর্ণভাবে এবং ফলপ্রসূভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হচ্ছে না। যেহেতু ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যকে সর্বোচ্চ শাসন করতে হয়, তাই একটি আদালত নিজেকে একজন পদত্যাগকারী এবং অসহায় দর্শক হিসাবে হ্রাস করতে পারে না এবং আপাতদৃষ্টিতে অন্যায্য পরিণতি সহ, একটি ত্রুটিপূর্ণ তদন্তের মুখে, একটি পূর্ববর্তী উপসংহার রেকর্ড করার জন্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ করে। ন্যায়বিচার তখন একটি দুর্ঘটনা হয়ে যাবে। যদিও একটি আদালতের যথাযথ, নিরপেক্ষ, নিরপেক্ষ এবং কার্যকর তদন্তের অভাবের সন্তুষ্টি তার বিশ্বাসযোগ্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস করে আরও তদন্ত বা পুনর্বিবেচনার নির্দেশের পূর্বশর্ত, চার্জশিট জমা দেওয়া কার্যত বা বিচারের মুলতুবি থাকা কোনওভাবেই নিষিদ্ধ বাধা হতে পারে না। প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতিগুলিকে এককভাবে মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করতে হবে যাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে সত্য উদ্ঘাটিত করতে এবং পক্ষগুলিকে ন্যায়বিচার দেওয়ার জন্য আরও তদন্ত বা পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আদালতের প্রধান উদ্বেগ এবং প্রচেষ্টা হল সত্য তথ্যের ভিত্তিতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা যা একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সমাধানকৃত এবং উপযুক্ত তদন্তকারী সংস্থার মাধ্যমে উদ্ঘাটন করা উচিত।

(জোর দেওয়া হয়েছে) "

৩৯ আরও তদন্ত আরও প্রমাণ সংগ্রহের দিকে পরিচালিত করে প্রকাশ করার জন্য সত্য।

৪০. পুনঃতদন্তে আরও প্রমাণ সংগ্রহের পাশাপাশি, রেকর্ডে থাকা প্রমাণের (কেস ডায়েরি) একটি দ্বিতীয় পর্যালোচনা এবং নতুন মূল্যায়নও রয়েছে, একই সাথে চূড়ান্ত আকারে একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সময় যা এই ধরণের ক্ষেত্রে, একটি সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয়।

৪১. সুপ্রিম কোর্ট (সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত) রোমিলা থাপার ও অন্যান্য বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্য, রিট আবেদন (ফৌজদারি) ২০১৮ সালের ২৬০ নং ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০১৮আদেশ দেওয়া হয়েছেঃ-

১৯। উচ্চস্বরে এবং মাঝে মাঝে আবেগময় যুক্তিগুলি শেষ হওয়ার পরে, প্রতিটি পক্ষ সমান তীব্রতার সাথে তার মামলা উপস্থাপন করার পরে, বিচারক হিসাবে আমাদের বসে বসে ভাবতে হয়েছে যে কার অধিকার বা মামলার কোনও তৃতীয় পক্ষ আছে কিনা। আবেদনকারীরা অপরাধের তদন্ত করার জন্য এবং মানবাধিকার কর্মীদের ভিন্নমতের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করার জন্য পুনে পুলিশের বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। অন্য পক্ষ সমান তীব্রতার সাথে যুক্তি দিয়েছিল যে পুনে পুলিশ যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা তাদের বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনের জন্য এবং সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক এবং স্বাধীন ছিল। এটি অপরাধের তদন্তের সময় উন্মোচিত কঠিন তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল, যা রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করার অশুভ চক্রান্তের দিকে ইঙ্গিত করে এবং তথাকথিত মানবাধিকার কর্মীদের দাবি অনুযায়ী মতাদর্শের পার্থক্যের কারণে নয়।

২০। প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের কাছে আমাদের উদ্বেগজনক বিবেচনার পরে এবং উভয় পক্ষের উপস্থাপিত আবেদন ও নথিগুলি পর্যালোচনার পরে, এই সত্যের সাথে যে এখন চারজন অভিযুক্ত এই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন এবং রিট আবেদনকারী হিসাবে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন, আমাদের বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত বিস্তৃত বিষয়গুলি উত্থাপিত হতে পারেঃ-

(i) নামধারী পাঁচ অভিযুক্তের নির্দেশে তদন্তকারী সংস্থার পরিবর্তন করা উচিত?

(ii) যদি পয়েন্ট (i)-এর উত্তর নেতিবাচক হয়, তবে অভিযুক্তের পরবর্তী বন্ধুর নির্দেশে বা পি. আই. এল-এর আড়ালে একই প্রকৃতির প্রার্থনা কি গ্রহণ করা যেতে পারে?

(iii) যদি উপরের প্রশ্নের উত্তর (i) এবং/অথবা (ii) ইতিবাচক হয়, তাহলে আবেদনকারীরা কি বিশেষ তদন্তকারী দল নিয়োগের অথবা আদালতের তত্ত্বাবধানে একটি স্বাধীন তদন্তকারী সংস্থার মাধ্যমে তদন্ত পরিচালনার জন্য কোনও মামলা করেছেন?

(iv) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কি কেবল তার পরবর্তী বন্ধুর (রিট আবেদনকারী) এই ধারণার ভিত্তিতে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে সে একজন নির্দোষ এবং আইন মেনে চলা ব্যক্তি?

২১ . প্রথম পয়েন্টের দিকে ফিরে, আমরা বিবেচনা করছি যে বিষয়টি আর আর সমন্বিত নয়। নর্মদা বাট বনাম গুজরাট রাজ্য এবং ৬৪ অনুচ্ছেদে, এই আদালত পুনর্ব্যক্ত করেছে যে এটি সাধারণ আইন যে তদন্তকারী ১ (২০১১) ৫ এসসিসি ৭৯ এজেন্সি নিয়োগের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কোনও বক্তব্য নেই। উপরন্তু, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা কোন তদন্তকারী সংস্থাকে তাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের তদন্ত করতে হবে তা বেছে নিতে পারে না। এই সিদ্ধান্তের ৬৪ অনুচ্ছেদে এইভাবে লেখা আছেঃ -

৬৪ ..... **তদন্ত সংস্থা নিয়োগের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কোনো বক্তব্য থাকে না, এটা খুবই সাধারণ আইন।**.. অভিযুক্ত ব্যক্তিরা কোন তদন্ত সংস্থাকে তাদের দ্বারা সংঘটিত কথিত অপরাধের তদন্ত করতে হবে তা চয়ন করতে পারে না। (জোর প্রদান করা হয়েছে)

২২। আবার সঞ্জীব রাজেন্দ্র ভট্ট বনাম ভারত সরকার এবং অন্যান্য .২ মামলায় আদালত পুনর্ব্যক্ত করে যে, তদন্তের পদ্ধতি বা বিচারের পদ্ধতি সম্পর্কে অভিযুক্তের কোনও অধিকার ছিল না। এই রায়ের ৬৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

৬৮। তদন্তের পদ্ধতি বা মামলা চালানোর পদ্ধতি সম্পর্কে অভিযুক্তের কোনও অধিকার নেই। একই আইন এই আদালত দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে ভারত সরকার বনাম ডব্লিউ. এন. চাড্ডা ৩, মায়াবতী বনাম ভারত সরকার ৪, দিনুভাই বোঘাভাই সোলাঙ্কি বনাম গুজরাট রাজ্য ৫, সি. বি. আই বনাম রাজেশ গান্ধী ৬, ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন বনাম সেল ৭ এবং জনতা দল বনাম এইচ. এস. চৌধুরী। ৮ "

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২৩. সম্প্রতি, ই. স্বকুমার বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য .৯ মামলায় এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ, সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার হাইকোর্টের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে "অভিযুক্ত" দ্বারা দায়ের করা আপিলের শুনানি করার সময়, ১০ অনুচ্ছেদে মন্তব্য করেছেঃ

১০. আবেদনকারীর দ্বারা অনুরোধ করা দ্বিতীয় কারণ সম্পর্কে, আমরা দেখতে পাই যে এই দিকটিও বিতর্কিত রায়ে যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। বিতর্কিত রায়ের ১২৯ অনুচ্ছেদে, দীনূভাত বোঘাভাত **সোলাঙ্কি বনাম গুজরাট রাজ্যের** উপর নির্ভরতা রাখা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য একটি রিট আবেদনে অভিযুক্ত অবশ্যই শুনানির সুযোগের অধিকারী ছিল না। **নরেন্দর জি গোয়েল বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্যে** মামলার উপরও আস্থা রাখা হয়েছে। বিশেষত, রিপোর্ট করা সিদ্ধান্তের ১১ অনুচ্ছেদে যেখানে আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে তদন্তের পর্যায়ে অভিযুক্তের কথা শোনার কোনও অধিকার নেই। বর্তমান মামলার অদ্ভুত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বোক্ত তদন্তটি সিবিআই-কে হস্তান্তর করার মাধ্যমে, আবেদনকারীকে রিট আবেদনে বা সেই বিষয়ে পক্ষ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত না করার বিষয়টি আমাদের মতে কোনও কাজে আসবে না। এটি কোনওভাবেই বিতর্কিত রায়কে বাতিল হিসাবে চিহ্নিত করার ভিত্তি হতে পারে না।

২৪ ডিভাইন রিট্রিট সেন্টার বনাম কেরালা রাজ্য এবং অন্যান্য ১২-এর মামলায় এই আদালত বলেছে যে উচ্চ ৯ (২০১৮) ৭ এস. সি. সি. ৩৬৫ ১০ সুপ্রা @ফুটনোট ৫ ১১ (২০০৯) ৬ এস. সি. সি. ৬৫ ১২ (২০০৮) ৩ এস. সি. সি. ৫৪২ আদালত তার অন্তর্নিহিত এখতিয়ার প্রয়োগ করে মধ্যপ্রবাহে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে পরিবর্তন করতে পারে না এবং যে কোনও ভিত্তিতে কোনও অপরাধের তদন্তের জন্য নিজের পছন্দের তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারে না। **আদালত স্পষ্টভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে অভিযুক্ত বা অভিযোগকারী বা তথ্যদাতা কেউই সেই অপরাধের তদন্তের জন্য তাদের নিজস্ব তদন্তকারী সংস্থা বেছে নেওয়ার অধিকারী নয় যেখানে তারা আগ্রহী।** আদালত তখন স্পষ্ট করে বলে যে, উচ্চ আদালত সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে সর্বদা ক্ষুব্ধ ব্যক্তির প্ররোচনায় যথাযথ নির্দেশনা জারি করতে পারে যদি উচ্চ আদালত নিশ্চিত হয় যে তদন্তের ক্ষমতা তদন্তকারী আধিকারিক দ্বারা খারাপভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

২৫। যাই হোক না কেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষা কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য ১৩ উক্ত সিদ্ধান্তের ৭০ অনুচ্ছেদে, সংবিধান বেঞ্চ এইভাবে মন্তব্য করেছেঃ

৭০. মামলাটি ছেড়ে দেওয়ার আগে, আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে, সংবিধানের ৩৮২১৩ (২০১০) ৩ এস. সি. সি ৫৭১ এবং ২২৬ অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রদত্ত বিস্তৃত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, যে কোনও আদেশ পাস করার সময়, আদালতগুলিকে অবশ্যই এই সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু স্ব-আরোপিত সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখতে হবে। উক্ত ধারাগুলির অধীনে ক্ষমতার প্রাচুর্যের জন্য তার অনুশীলনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার প্রয়োজন। কোনও মামলায় তদন্ত পরিচালনার জন্য সি. বি. আই-কে নির্দেশ দেওয়ার প্রশ্নের ক্ষেত্রে, যদিও এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত কিনা তা নির্ধারণের জন্য কোনও নমনীয় নির্দেশিকা নির্ধারণ করা যায় না, তবে বারবার বলা হয়েছে যে এই ধরনের আদেশ নিয়মিত বিষয় হিসাবে বা কেবল কোনও পক্ষ স্থানীয় পুলিশের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ করেছে বলে পাস করা হবে না। এই অসাধারণ ক্ষমতা অবশ্যই সংযতভাবে, সতর্কতার সাথে এবং ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে হবে যেখানে তদন্তে বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদান এবং আস্থা জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন হয় বা যেখানে ঘটনার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রভাব থাকতে পারে বা যেখানে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করার জন্য এবং মৌলিক অধিকার প্রয়োগের জন্য এই ধরনের আদেশের প্রয়োজন হতে পারে। অন্যথায় সিবিআই বিপুল সংখ্যক মামলা এবং সীমিত সম্পদে প্লাবিত হতে পারে, এমনকি গুরুতর মামলাগুলিও সঠিকভাবে তদন্ত করা কঠিন হতে পারে এবং এই প্রক্রিয়ায় অসন্তোষজনক তদন্তের মাধ্যমে তার বিশ্বাসযোগ্যতা এবং উদ্দেশ্য হারাতে পারে।

২৭. উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করলে, এটা স্পষ্ট যে এই আদালতের সুসংগত দৃষ্টিভঙ্গি হল যে অভিযুক্তরা তদন্তকারী সংস্থা পরিবর্তন করতে বা আদালতের তত্ত্বাবধানে তদন্ত সহ কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তদন্ত করার জন্য অনুরোধ করতে পারবেন না। রিট পিটিশনে দাবি করা প্রথম দুটি পরিবর্তিত রিলিফ, যদি অভিযুক্তরা নিজেরাই করে থাকেন, তবে তা বাতিল হয়ে যাবে। বর্তমান মামলায়, মূল রিট পিটিশনটি সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তদের পরবর্তী বন্ধু বলে দাবি করে (এ১৬ থেকে এ২০) দায়ের করেছিলেন। তাদের মধ্যে, সুধা ভরদ্বাজ (এ১৯), ভারভারা রাও (এ১৬), অরুণ ফেরেরা (এ১৮) এবং ভার্নন গনজালভেস (এ১৭) স্বাক্ষরিত বিবৃতি দাখিল করেছেন যাতে আবেদন করা হয়েছে যে বিষয়ভিত্তিক রিট পিটিশনে দাবি করা রিলিফগুলিকে তাদের রিট পিটিশন হিসাবে বিবেচনা করা হোক। এই আবেদনটি মঞ্জুর করা উচিত কারণ অভিযুক্তরা নিজেরাই এই আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং রাষ্ট্র কর্তৃক উত্থাপিত প্রাথমিক আপত্তির পটভূমিতেও যে রিট পিটিশনকারীরা তদন্তাধীন অপরাধের সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন এবং তাদের নির্দেশে রিট পিটিশনটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ছিল না। অতএব, আমরা ধরে নেব যে রিট পিটিশনটি এখন অভিযুক্তরা নিজেরাই অনুসরণ করছেন এবং একবার তারা নিজেরাই আবেদনকারী হয়ে গেলে, পরবর্তী বন্ধুর পক্ষে তাদের যুক্তি সমর্থন করার জন্য প্রতিকার গ্রহণের প্রশ্নটি গ্রহণ করা যাবে না। পরবর্তী বন্ধু ক্ষতিগ্রস্ত অভিযুক্তের পক্ষে যুক্তি সমর্থন করতে পারবেন যতক্ষণ না সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত আইনি প্রতিকার গ্রহণের অবস্থানে বা অক্ষম থাকেন এবং অন্যথায় নয়।

৩০. আমরা রাষ্ট্রের যুক্তিতে জোর পাচ্ছি যে তদন্তকারী সংস্থা পরিবর্তনের আবেদনটি হালকাভাবে মোকাবিলা করা যায় না এবং আদালতকে অবশ্যই সেই ক্ষমতাটি সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে। ফলস্বরূপ, আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি নিতে কোনও দ্বিধা নেই যে অভিযুক্তের পরবর্তী বন্ধুর অনুরোধে স্বাধীন তদন্তকারী সংস্থায় তদন্ত স্থানান্তর বা আদালতের তত্ত্বাবধানে তদন্তের জন্য রিটআবেদনটি গ্রহণ করা যায় না, জনস্বার্থ মামলা হিসাবে অনেক কম।

৪২ . উক্ত রায়টি ২০১৭ সালের ১৬/১০/.২০১৯ তারিখে **ভিনুভাই হরিভাই মালভিয়া বনাম গুজরাট রাজ্যের মূল আপিল ৪৭৮-৪৭৯**-এ সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছিল,, **যেখানে একটি তিন বিচারপতির বেঞ্চ**

আদেশ-

৯, এই ক্ষেত্রে আইনের যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হল, পুলিশ কর্তৃক চার্জশিট দাখিল করার পরে, ম্যাজিস্ট্রেটের আরও তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা আছে কিনা, এবং যদি তাই হয়, ফৌজদারি কার্যধারার কোন পর্যায় পর্যন্ত।

৩৮. যাইহোক, এই রায়গুলিতে বর্ণিত নীতিগুলি সম্পর্কে আমাদের বিবেচনাপূর্বক চিন্তাভাবনা করার পরে, আমরা মনে করি যে ম্যাজিস্ট্রেট যার সামনে কোডের ১৭৩ (২) ধারার অধীনে একটি প্রতিবেদন দায়ের করা হয়েছে, তিনি আইনে "আরও তদন্ত" নির্দেশ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং পুলিশকে আরও একটি সম্পূরক প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। ভগবন্ত সিং-এর মামলায় এই আদালতের তিন বিচারকের বেঞ্চ [ভগবন্ত সিং বনাম পুলিশের কমিশনার, (১৯৮৫) ২ এসসিসি ৫৩৭:১৯৮৫ এসসিসি (সিআরআই) ২৬৭] কোনও অনিশ্চিত শর্তে, পূর্ব বিজ্ঞপ্তি হিসাবে সেই নীতিটি উল্লেখ করেছে।

৪০. কোডের বিধান এবং পূর্বে উল্লিখিত বিভিন্ন রায় বিশ্লেষণ করার পর, আমরা কোডের ধারা ১৭৩(২) এবং ধারা ১৭৩(৮) এবং ধারা ১৫৬(৩) এর সাথে পঠিত ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা সম্পর্কে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি বলব:

৪০.১। পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শুরু হওয়া মামলায় ম্যাজিস্ট্রেটের "পুনর্বিবেচনা" বা "নতুন তদন্ত" (ডি নভো) করার কোনও ক্ষমতা নেই।

৪০.২ কোডের ১৭৩ (৬) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ রিপোর্ট দাখিল করার পরে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের "আরও তদন্তের" নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে।

৪০.৩ উপরের উপ-অনুচ্ছেদ ৪০.২-এ প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গি ভগবন্ত সিং মামলায় [ভগবন্ত সিং বনাম পুলিশ কমিশনার, (১৯৮৫) ২ এস. সি. সি ৫৩৭:১৯৮৫ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ২৬৭] তিন বিচারপতির বেঞ্চ দ্বারা বর্ণিত আইনের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এইভাবে নজিরের মতবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪০.৪. কোডের স্কিম বা এর মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট বিধান ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা এই ধরনের এখতিয়ার প্রয়োগকে বাধা দেয় না। ধারা ১৭৩ (২)-এর ভাষা এতটা সীমাবদ্ধভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না যে ম্যাজিস্ট্রেটকে এই ধরনের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা যায়, বিশেষ করে ধারা ১৫৬ (৩)-এর বিধান এবং ধারা ১৭৩ (৮)-এর ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের ক্ষমতা ধারা ১৭৩ (৮)-এর ভাষায় পড়তে হবে।

৪০. ৫ কোডটি একটি পদ্ধতিগত নথি, সুতরাং, এটিকে অবশ্যই এমন একটি নির্মাণ গ্রহণ করতে হবে যা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য অর্জন করতে চায়। এটি যুক্তিসঙ্গত নয় যে আইনসভা একটি প্রতিবেদন দাখিল করার পরেও পুলিশকে আরও তদন্তের ক্ষমতা প্রদান করেছিল, তবে আদালতের ক্ষমতা এতটাই হ্রাস করার উদ্দেশ্যে যে মামলার তথ্য এবং ন্যায়বিচারের দাবিগুলির ক্ষেত্রেও আদালত এখনও তদন্তকারী সংস্থাকে আরও তদন্ত করার নির্দেশ দিতে পারে না যা সে তার নিজস্ব ভিত্তিতে করতে পারে।

৪০.৬. "আরও তদন্ত" চালিয়ে যাওয়ার জন্য এবং সম্পূরক চার্জশিট দাখিল করার জন্য পুলিশকে আদালতের অনুমতি নিতে হয়। এই পদ্ধতিটি এই আদালত দ্বারা বেশ কয়েকটি রায়ে অনুমোদিত হয়েছে। এটি বর্তমান মামলায় আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিচ্ছি তা সমর্থন করবে।

XXX XXX

৪৮. ফৌজদারি আইনশাস্ত্রে "সুষ্ঠু ও যথাযথ তদন্ত" অভিব্যক্তিটির শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য কীঃ এর একটি দ্বৈত উদ্দেশ্য রয়েছেঃ প্রথমত, তদন্ত অবশ্যই নিরপেক্ষ, সৎ, ন্যায়সঙ্গত এবং আইন অনুসারে হতে হবে; দ্বিতীয়ত, একটি সুষ্ঠু তদন্তের উপর সম্পূর্ণ জোর দিতে হবে উপযুক্ত এক্তিয়ারের আদালতে মামলার সত্য প্রকাশ করতে হবে। একবার সুষ্ঠু তদন্তের এই দ্বৈত দৃষ্টান্তগুলি সন্তুষ্ট হয়ে গেলে, আদালতে তদন্তে হস্তক্ষেপ করার ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা থাকবে, এটিকে বাতিল করা বা অন্য সংস্থায় স্থানান্তর করা অনেক কম। আইন অনুসারে ন্যায্য ও অনুসন্ধানী উপায়ে সত্যকে সামনে আনা মূলত একটি অন্যায্য, কলঙ্কিত তদন্ত বা মিথ্যা প্রভাবের মামলাগুলির ভিত্তিকে প্রতিহত করবে। সুতরাং, তদন্তের ভাগ্য সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট আদেশ পাস করা কোনও আদালতের পক্ষে অনিবার্য, যা তার মতে অন্যায্য, কলঙ্কিত এবং অনুসন্ধানী অনুশাসনগুলির স্থির নীতির অপভ্রংশ।

৪৯. এখন, আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক পরীক্ষা করতে পারি যা হল '১৭৩ (৮) ধারার বিধানগুলি আদালত এবং তদন্তকারী সংস্থাগুলি কীভাবে বুঝতে পেরেছে এবং প্রয়োগ করেছে। এটা সত্য যে কোডের ১৭৩ (৮) ধারার বিধানগুলিতে' আরও তদন্ত 'পরিচালনা বা আদালতের অনুমতি নিয়ে সম্পূরক প্রতিবেদন দাখিল করার কোনও নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও তদন্তকারী সংস্থাগুলি কেবল "আরও তদন্ত" পরিচালনা এবং আদালতের অনুমতি নিয়ে "সম্পূরক প্রতিবেদন" দাখিল করার জন্য আদালতের অনুমতি নেওয়ার আইনি অনুশীলন হিসাবে এটি বুঝতে পেরেছে। আদালতগুলি কিছু সিদ্ধান্তে একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে। "আরও তদন্ত" পরিচালনা এবং/অথবা একটি "সম্পূরক প্রতিবেদন" দাখিল করার জন্য আদালতের পূর্ব অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজনীয়তা পড়তে হবে, এবং কোডের ১৭৩ (৮) ধারার বিধানগুলির একটি প্রয়োজনীয় প্রভাব। সমসাময়িক এক্সপোজিটিওর মতবাদটি এই ধরনের ব্যাখ্যার সহায়তায় সম্পূর্ণরূপে আসবে কারণ যে বিষয়গুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য বোঝা এবং প্রয়োগ করা হয় এবং আইন দ্বারা সমর্থিত এমন অনুশীলনকে ব্যাখ্যামূলক প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

৫০. এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন করা যেতে পারেঃ প্রথমত, পূর্বসূরী মতবাদের মাধ্যমে, যেমনটি পূর্বে লক্ষ্য করা হয়েছিল, যেহেতু প্রায়শই আদালত এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে এবং দ্বিতীয়ত, তদন্তকারী সংস্থাগুলি যারা নীতিটি বুঝতে পেরেছে এবং প্রয়োগ করেছে। যে বিষয়গুলি আইনী অনুশীলন হিসাবে বোঝা এবং প্রয়োগ করা হয়

এবং আইনের মৌলিক নিয়মের বিরোধী না হলে তা ভাল অনুশীলন হবে এবং সমসাময়িক এক্সপোজিটিওর মতবাদের সাহায্যে এই ধরনের ব্যাখ্যা অনুমোদিত হবে। অন্যথায়, আদালতের এই ধরনের অনুমতি চাওয়া ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য পূরণ করবে এবং সন্দেহভাজন/অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সুরক্ষা প্রদান করবে।

৫১. আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে, বিধির ১৭৩ (২) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপনের ক্ষেত্রে "আরও তদন্ত" নির্দেশ করার জন্য বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার উপর কোনও নির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা নেই। অন্য কোনও পন্থা বা ব্যাখ্যা ফৌজদারি বিচারের যথাযথ প্রশাসনের অগ্রাধিকারের জন্য বিধির ১৭৩ (৮) ধারার ভাষা এবং পরিকল্পনার সাথে সাংঘর্ষিক হবে। ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের স্থিরীকৃত নীতিগুলি এই ধরনের পদ্ধতিকে সমর্থন করবে, বিশেষত যখন বিধির ১৯০ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, ম্যাজিস্ট্রেট কোনও অপরাধের বিচার গ্রহণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ।রেকর্ড এবং উপস্থাপিত নথির ভিত্তিতে কোনও অপরাধ করা হয়েছে কি না, এবং যদি তৈরি করা হয়, তা হলে উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালতে মামলা দায়ের করা বা নিজে বিচারের সাথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কী আইন গ্রহণ করা উচিত তা ম্যাজিস্ট্রেটকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অন্য কথায়, এটি ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারিক বিবেক যা আইনের নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে যথাযথ উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য তদন্তকারী সংস্থা দ্বারা রেকর্ড এবং তার সামনে রাখা নথিগুলির প্রসঙ্গে সন্তুষ্ট হতে হবে। এটি ন্যায়বিচারের উপহাস হবে, যদি আদালতকে তার সন্দেহ দূর করার জন্য "আরও তদন্ত" করার অনুমতি দেওয়া না যায় এবং তদন্তকারী সংস্থাকে তার চার্জশিট আরও প্রমাণ করার নির্দেশ দেওয়া না যায়। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টি উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালতে আরও কার্যধারা শুরু করার পূর্বশর্ত। ম্যাজিস্ট্রেটকে "আরও তদন্ত" নির্দেশ দেওয়া উচিত কিনা তা আবার একটি বিষয় যা প্রদত্ত মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করবে। বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট বা উপযুক্ত এখতিয়ারের উচ্চতর আদালত প্রদত্ত মামলার তথ্যের উপর "আরও তদন্ত" বা "পুনরায় তদন্ত" করার নির্দেশ দেবে। যেখানে ম্যাজিস্ট্রেট কেবল আরও তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন, সেখানে উচ্চতর এখতিয়ারের আদালতগুলি প্রদত্ত মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করে আরও পুনর্বিবেচনা বা এমনকি নতুন করে তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে। এটি আদালতের নির্দিষ্ট আদেশ হবে যা তদন্তের প্রকৃতি নির্ধারণ করবে। এই বিষয়ে, আমরা শিবনমূর্তি বনাম রাজ্য [(২০১০) ১২ এসসিসি ২৯: (২০১১) ১ এসসিসি (সিআরআই) ২৯৫/]-এ এই আদালতের করা পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখ করতে পারি।

৩৪. এই আদালতের ৫ জন বিদ্বান বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ, **হরদীপ সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য ও অন্যান্য (২০১৪) ৩ এস. সি. সি ৯২** মামলায়, একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয় যে, কোন পরিস্থিতিতে আইনের ৩১৯ ও ০ ধারার অধীনে কোনও ব্যক্তিকে ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত হিসাবে যুক্ত করার ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে। উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য একটি বিদ্বান রায় দেওয়ার সময়, এই আদালত প্রথমে সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে সাংবিধানিক আদেশকে নিম্নরূপ বলে উল্লেখ করেছেঃ

৮. ভারতের সংবিধানের ২০ ও ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে সাংবিধানিক আদেশ ন্যায়বিচারের মসৃণ প্রশাসনের জন্য একটি প্রতিরক্ষামূলক ছত্র প্রদান করে যাতে একটি সুষ্ঠু ও কার্যকরী বিচার নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত বিধান করা হয় যাতে অভিযুক্ত অপরাধের জন্য তার বিচারের জন্য আইন চালু হওয়ার পরে পক্ষপাতদুষ্ট না হয় তবে একই সাথে ভুক্তভোগী এবং সমাজকে সমান সুরক্ষা দেয় যাতে দোষীরা আইনের কবল থেকে দূরে না যায়। বিচারের ফৌজদারি প্রশাসন যাতে সঠিকভাবে কাজ করে তা নিশ্চিত করার জন্য আদালতের ক্ষমতায়নের জন্য, আইনসভা দ্বারা সিআরপিসির অধীনে আইন যথাযথভাবে বিধিবদ্ধ ও সংশোধন করা হয়েছিল যাতে আদালতগুলি শেষ পর্যন্ত সত্য খুঁজে বের করার জন্য এগিয়ে যেতে পারে যাতে একজন নির্দোষ শাস্তি না পায় তবে একই সাথে দোষীদের আইনের আওতায় আনা হয়। সংবিধান এবং আমাদের আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত এই আদর্শগুলিই বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করেছে, যার মাধ্যমে প্রকৃত সত্য খুঁজে বের করার জন্য এবং দোষীদের যাতে শাস্তি না দেওয়া হয় তা নিশ্চিত করার জন্য উদ্ভাবনী পদ্ধতি এবং প্রগতিশীল সরঞ্জামগুলি জাল করা হয়েছে। "৩৪ অনুচ্ছেদে, এই আদালত ভারতের কমন কজ (১৯৯৬) ৬ এস. সি. সি ৭৭৫-এ অ্যাডভার্ট করেছে, এবং যখন দায়রা আদালতে বিচার করা হয়, ওয়ারেন্ট-মামলার বিচার এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের দ্বারা সমন-মামলার বিচার নিম্নরূপ বলা যেতে পারেঃ

৩৪. **কমন কজ বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া** [(১৯৯৬) ৬ এস. সি. সি. ৭৭৫:১৯৯৭ এস. সি. সি. (সি. আর. আই) ৪২: এ. আই. আর. ১৯৯৭ এস. সি. ১৫৩৯] মামলায়, এই আদালত বিষয়টি বিবেচনা করার সময় বলেছিলঃ (এস. সি. সি. পৃ. ৭৭৬, অনুচ্ছেদ ১) "১। (i) দায়রা আদালতে বিচারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মামলাগুলিতে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এর ধারা ২২৮-এর অধীনে অভিযোগ গঠন করা হলে বিচার শুরু হয়েছে বলে মনে করা হবে।

(ii) ম্যাজিস্ট্রেটদের দ্বারা ওয়ারেন্ট মামলাগুলির বিচারের ক্ষেত্রে যদি পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মামলাগুলি দায়ের করা হয় তবে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এর ধারা ২৪০-এর অধীনে অভিযোগ গঠন করা হলে বিচার শুরু হয়েছে বলে মনে করা হবে

ম্যাজিস্ট্রেটদের দ্বারা ওয়ারেন্ট করা হলে মামলার বিচারে যখন পুলিশ রিপোর্ট ছাড়া অন্য মামলা দায়ের করা হয় তখন ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এর ২৪৬ ধারার অধীনে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হলে এই ধরনের বিচার শুরু হয়েছে বলে মনে করা হবে।

(iii) ম্যাজিস্ট্রেটদের দ্বারা সমন মামলার বিচারের ক্ষেত্রে বিচার শুরু হয়েছে বলে বিবেচনা করা হবে যখন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হওয়া বা আনা অভিযুক্তদের ২৫১ ধারার অধীনে জিজ্ঞাসা করা হবে যে তারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে নাকি তাদের কোনও প্রতিরক্ষা রয়েছে।

৩৮. উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আইনটিকে এইভাবে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে যে, যেহেতু "বিচার" অর্থ কোনও ব্যক্তির অপরাধ বা নির্দোষতা বিচারের বিষয়গুলির নির্ধারণ, সেই ব্যক্তিকে তার বিরুদ্ধে মামলা কী সে সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং অভিযোগ গঠনের পর্যায়ে আদালত তাকে কেবল অভিযোগ গঠনের বিষয়ে অবহিত করে, "বিচার" কেবল অভিযোগ গঠনের পরে শুরু হয়। সুতরাং, আমরা আদালতের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুমোদন করি না যে কোনও ফৌজদারি মামলায় বিচার গ্রহণ করার পরে বিচার শুরু হয়।

৩৫। রায়ের ৩৯ অনুচ্ছেদে তখন ফৌজদারি মামলার "তদন্ত" পর্যায়কে নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছেঃ

"**৩৯**. ধারা ২ (ছ) ফৌজদারি কার্যবিধির এবং উপরে উল্লিখিত মামলা আইন, তাই স্পষ্টভাবে বিচারের প্রকৃত শুরুর আগে তদন্তের পরিকল্পনা করে এবং এটি ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত দ্বারা সিআরপিসির অধীনে পরিচালিত একটি আইন।

"তদন্ত" শব্দটি, অতএব, তদন্তকারী সংস্থার দ্বারা মামলার তদন্ত সম্পর্কিত কোনও তদন্ত নয়, বরং চার্জশিট দাখিলের বিষয়ে মামলাটি আদালতের নজরে আনার পরে একটি তদন্ত। আদালত এরপরে তদন্ত করতে এগিয়ে যেতে পারে এবং এই কারণেই যে প্রকৃত বিচার ব্যতীত অন্য কিছু বোঝাতে একটি তদন্ত দেওয়া হয়েছে। "" তদন্ত "এবং" বিচার "এর মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য ৫৪ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ দেওয়া হয়েছেঃ

৫৪. আমাদের মতে, তদন্তের পর্যায়ে কঠোর আইনি অর্থে কোনও প্রমাণ বিবেচনা করা হয় না, এবং আইনসভাও এটি বিবেচনা করতে পারেনি কারণ প্রমাণের পর্যায়ে এখনও আসেনি। আদালতের সামনে কেবলমাত্র রাষ্ট্রপক্ষের সংগৃহীত উপাদান রয়েছে এবং এই পর্যায়ে আদালত প্রাথমিকভাবে তার মন প্রয়োগ করে জানতে পারে যে কোনও ব্যক্তি,

যিনি অভিযুক্ত হতে পারেন, ভুলভাবে অভিযুক্ত হওয়া থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে কিনা বা প্রসিকিউটর এজেন্সিগুলি দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য তার মন প্রয়োগ করতে পারে। তদন্তকারী এবং প্রসিকিউটর এজেন্সিগুলি বিচারের যোগ্য ব্যক্তিদের আদালতে আনার ক্ষেত্রে ন্যায্যভাবে কাজ করেছে তা নিশ্চিত করার জন্য এবং কোনও ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে রক্ষা করা থেকে বিরত রাখার জন্য এটি আরও বেশি প্রয়োজনীয়। বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা আনার জন্য এটি প্রয়োজনীয় যার মাধ্যমে আদালতকে তদন্তের পর্যায়েও এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেওয়া উচিত এবং এই কারণেই আইনসভা সচেতনভাবে পৃথক শর্তাবলী ব্যবহার করেছে, যথা, ধারা ৩১৯ ফৌজদারি দণ্ডবিধির তদন্ত বা বিচার।

৩৬. উপরোক্ত রায় সত্ত্বেও, সাম্প্রতিক তিনটি রায়ে কিছু অসঙ্গতিপূর্ণ নোট শোনা গিয়েছিল। অমৃতভাত শম্ভুভাত প্যাটেল বনাম সুমনভাত কান্তিবাত প্যাটেল (২০১৭) ৪ এসসিসি ১৭৭-তে, সেই মামলার তথ্যের উপর, আপিলকারী/তথ্যদাতা বিচারের চূড়ান্ত পর্যায়ে উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের অনেক পরেও পুলিশ দ্বারা আরও তদন্তের জন্য বিচারিক আদালতের ১৭৩ (৮) ধারার অধীনে একটি নির্দেশনা চেয়েছিলেন।

আদালত তার চূড়ান্ত উপসংহারে সঠিক ছিল যে, একবার অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে বিচার শুরু হলে, অপরাধের তদন্ত বা তদন্তের পর্যায় শেষ হয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ অপরাধের আর কোনও তদন্তের নির্দেশ দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু এই সহজ সত্যের উপর তার রায়কে বিশ্রাম দেওয়ার পরিবর্তে, এই আদালত ২৯ থেকে ৩৪ অনুচ্ছেদ থেকে এই আদালতের আগের কিছু রায়কে পুনরুজ্জীবিত করেছে, যেখানে একটি দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছিল যে ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা আর কোনও তদন্তের আদেশ দেওয়া যাবে না যেখানে, বিবেচনার পরে, অভিযুক্তরা জারি করা প্রক্রিয়া অনুসরণে উপস্থিত হয়েছিল। বিশেষত, দেবরপল্লী লক্ষ্মীনারায়ণ রেড্ডি (সুপ্রা) আদালত দ্বারা দৃঢ়ভাবে নির্ভর করেছিলেন। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে কীভাবে এই রায়টি সিআরপিসির ধারা ২ (জে)-এর "তদন্ত"-এর সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্য না রেখে দেওয়া হয়েছিল এবং তাই এই দিকটি সঠিকভাবে আইন হিসাবে স্থাপন করার উপর নির্ভর করা যায় না। আদালত তাই উপসংহারে পৌঁছেছেঃ

৪৯। আইনের ১৭৩ (৮) ধারার পরিধি ও উদ্দেশ্য এবং তার ব্যাখ্যার ধারাবাহিক প্রবণতা সম্পর্কে এই আদালতের রায়গুলির সামগ্রিক সমীক্ষার ভিত্তিতে, আমরা এই বলে ধরে নিতে প্রস্তুত যে যদিও তদন্তকারী সংস্থা

আদালতকে অবহিত করার পরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আরও তদন্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যার আগে এটি তার প্রতিবেদন জমা দিয়েছে এবং তার অনুমোদন পেয়েছে, পূর্ববর্তী প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিচার গ্রহণের পরে, প্রক্রিয়া জারি করা হয়েছে এবং অভিযুক্ত তার প্রতিক্রিয়ায় উপস্থিত হয়েছে। সেই পর্যায়ে, বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বা অভিযোগকারী/তথ্যদাতার দায়ের করা আবেদনের ভিত্তিতে পরবর্তী তদন্তের নির্দেশ দিতে পারবেন না। এই ধরনের একটি কোর্স শুধুমাত্র তদন্তকারী সংস্থার অনুরোধে খোলা থাকবে এবং তাও, এমন পরিস্থিতিতে যা হাতে থাকা বিচারের জীবনের উদ্দেশ্য, কেবল সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিচার নিশ্চিত করার জন্য বস্তুগত প্রমাণ সনাক্তকরণের উপর আরও তদন্তের নিশ্চয়তা দেয়।

৫০। সংমিশ্রণে পড়া কোডের ১৭৩ ধারার অপরিশোধিত এবং সংশোধিত উপ-ধারা (৮) অপ্রতিরোধ্যভাবে প্রমাণ করবে যে পরেরটির দ্বারা, তদন্তকারী সংস্থা/অফিসারকে কেবল তার সাথে সম্পর্কিত কার্যধারার পর্যায়কে সীমাবদ্ধ না করে আরও তদন্ত করার জন্য অনুমোদিত করা হয়েছে। এই ক্ষমতাটি তদন্তকারী সংস্থা/অফিসারকে আইনীভাবে কার্যধারার যে কোনও পর্যায়ে উপলব্ধ করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। আইন কমিশনের ৪১ তম প্রতিবেদনে সুপারিশ যা স্পষ্টভাবে সংশোধনীর সূচনা করেছিল, উল্লেখযোগ্যভাবে তার প্রস্তাবটি কেবল তদন্তকারী সংস্থার ক্ষমতায়নে সীমাবদ্ধ করেছিল।

৫১। এর বিপরীতে, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৬,১৯০,২০০,২০২ এবং ২০৪ ধারায় ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার সুস্পষ্ট রূপরেখা দেওয়া হয়েছে এবং তদন্ত পরিচালনা, বিচার গ্রহণ, অভিযোগ গঠন ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাঁর জন্য উন্মুক্ত কোর্সগুলি। যদিও ম্যাজিস্ট্রেটের অভিযোগপত্র বা ক্লোজার রিপোর্ট জমা দেওয়ার পরেও প্রাক-বিচার পর্যায়ে ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে তদন্ত পরিচালনা করার ক্ষমতা রয়েছে, একবার স্বীকৃতি নেওয়া হলে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি তার অনুসরণে উপস্থিত হলে, তিনি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে আরও তদন্ত পরিচালনা করার বা অভিযোগকারী/তথ্যদাতার অনুরোধ বা অনুরোধের ভিত্তিতে কাজ করার কোনও ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হবেন। ধারা ২০২-এর অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা তদন্তের নির্দেশ, যদিও একটি অভিযোগ বিবেচনা করার পরবর্তী পর্যায়ে রয়েছে, তবে শুরু করা কার্যধারাটি আরও এগিয়ে নেওয়া উচিত কিনা তা নিয়ে সন্তুষ্টি অর্জন করা তদন্তের প্রকৃতির। তদন্তের জন্য এই ধরনের নির্দেশনা আরও তদন্তের প্রকৃতির নয়, যেমনটি কোডের ধারা ১৭৩(৮) এর অধীনে বিবেচনা করা হয়েছে।

যদি ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা, ফৌজদারি দণ্ডবিধির দ্বারা পরিকল্পিত এমন একটি পরিকল্পনায়, বিচার গ্রহণের পরেও আরও তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার জন্য, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত হন এবং অভিযোগ গঠন করা হয়, স্বীকার করা হয় বা অনুমোদিত হয়, তবে এটি এই আদালত দ্বারা বর্ণিত আইনের অবস্থার সাথে এবং উপরে উল্লিখিত ফৌজদারি দণ্ডবিধির প্রাসঙ্গিক বিন্যাসের সাথেও অসঙ্গতিপূর্ণ হবে। উপরন্তু যদি আইনসভার উদ্দেশ্য এই ধরনের ক্ষমতা বিনিয়োগ করা হত, আমাদের অনুমান অনুযায়ী, ধারা ১৭৩ (৮) ফৌজদারি দণ্ডবিধির অন্তর্ভুক্তির পটভূমি বিবেচনা করে একই কথা বলা হত। একরকম, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে খোলা তিনটি বিকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে, তদন্ত শেষ হওয়ার পরে পুলিশ কর্তৃক একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পরে, যেমনটি ভগবন্ত সিং [ভগবন্ত সিং বনাম পুলিশ কমিশনার, (১৯৮৫) ২ এস. সি. সি ৫৩৭:১৯৮৫ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ২৬৭]-এ কর্তৃত্বপূর্ণভাবে গণনা করা হয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেট, উভয় আকস্মিকতায়, যথা; যখন তিনি অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করবেন বা অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেবেন, তখন একটি পথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবেন, যার পরে তদন্তকারী সংস্থা তাকে যথাযথ কারণে অবহিত করতে পারে এবং আরও তদন্ত পরিচালনার জন্য তার অনুমতি চাইতে পারে, তবে অভিযোগকারী/তথ্যদাতার অনুরোধ বা প্রার্থনার ভিত্তিতে তিনি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এই ধরনের পদক্ষেপ নিতে বা সেই উদ্যোগ নিতে পারবেন না। ম্যাজিস্ট্রেটকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বা অভিযোগকারী/তথ্যদাতার অনুরোধ বা অনুরোধের ভিত্তিতে আরও তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রক্রিয়া অনুসারে হাজির হয়, জারি করা হয় বা অব্যাহতি দেওয়া হয় যা সংবিধিবদ্ধ নকশা এবং বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এটি অন্যথায় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩১১ এবং ৩১৯ ধারার বিধানগুলিকেও প্রদান করবে, যার অধীনে কোনও সাক্ষীকে আদালত তলব করতে পারে এবং কোনও ব্যক্তিকে যে কোনও পর্যায়ে বিচারের জন্য নোটিশ জারি করা যেতে পারে, একরকম অপ্রয়োজনীয়। স্বতঃসিদ্ধভাবে, এইভাবে আরও তদন্তের জন্য বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ বাতিল করার বিতর্কিত সিদ্ধান্তটি ব্যতিক্রমী এবং কোনও হস্তক্ষেপের যোগ্য নয়। এমনকি অন্যথায়, বিচারের অগ্রগতির বিষয়টি এবং আরও বিশেষভাবে, আরও তদন্তের জন্য অনুরোধ করতে তথ্যদাতার পক্ষ থেকে বিলম্বের বিষয়টি বিবেচনা করে, এটি অন্যথায় বিনোদনমূলক ছিল না যা উচ্চ আদালত যথাযথভাবে রায় দিয়েছে।

৩৭. এই আদালতের সাম্প্রতিক ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে অথুল রাও বনাম কর্ণাটক রাজ্য এবং আনোয়ার (২০১৮) ১৪ এস সি সি ২৯৮ অনুচ্ছেদ ৮-এ এই রায় অনুসরণ করা হয়েছে। বিকাশ রঞ্জন রাউত বনাম রাজ্য সচিব (স্বরাষ্ট্র), দিল্লি সরকারের মাধ্যমে (২০১৯) ৫ এস সি সি ৫৪২ মামলায়, কয়েকটি সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে এই আদালত নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে:

৭. উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আইন বিবেচনা করে এবং এমনকি ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৬৭ (২), ১৭৩,২২৭ এবং ২২৮ ধারার প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি বিবেচনা করে, যা উদ্‌ভূত হচ্ছে তা হল তদন্ত শেষ হওয়ার পরে এবং পুলিশ ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৭৩ (২) (২) ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রতিবেদন প্রেরণ করার পরে, বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট (১) প্রতিবেদনটি গ্রহণ করতে পারেন এবং অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন এবং প্রক্রিয়া জারি করতে পারেন, বা (২) প্রতিবেদনের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন এবং কার্যধারা বন্ধ করতে পারেন, বা (৩) ধারা ১৫৬ (৩) এর অধীনে আরও তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন এবং পুলিশকে আরও প্রতিবেদন তৈরি করতে বলতে পারেন।ম্যাজিস্ট্রেট যদি প্রতিবেদনের সাথে একমত না হন এবং কার্যধারা বাতিল করেন, তবে তথ্যদাতাকে প্রতিবাদের আবেদন জমা দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে এবং তারপরে, তথ্যদাতাকে সুযোগ দেওয়ার পরে, ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কার্যধারা বাতিল করবেন কি না সে বিষয়ে আরও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যদি বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট আপত্তিগুলি গ্রহণ করেন, তবে সেই ক্ষেত্রে তিনি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করতে পারেন এবং/অথবা এমনকি অভিযোগ গঠন করতে পারেন। উপরে যেমন দেখা গেছে, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৭৩ (২) *(i)* ধারার অধীনে পুলিশ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন বিবেচনা করে তদন্তে সন্তুষ্ট না হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সেই পর্যায়ে আরও তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন এবং পুলিশকে আরও প্রতিবেদন তৈরি করতে বলতে পারেন।যাইহোক, এটা মনে রাখতে হবে যে উপরোক্ত সমস্ত কিছু প্রাক-বিবেচনার পর্যায়ে করা প্রয়োজন। একবার অভিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট বিষয়টি বিবেচনা করলে এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৭৩ (২) *(i)* ধারার অধীনে পুলিশ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনের সাথে জমা দেওয়া নথি বিবেচনা করে, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২২৭ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেন, তারপরে, ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে আরও তদন্তের জন্য স্বতঃপ্রণোদিত আদেশ দেওয়ার এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাকে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার জন্য উন্মুক্ত থাকবে না। অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেওয়ার পরে এই ধরনের আদেশ বিচার-পরবর্তী পর্যায়ে দেওয়া হবে বলে বলা যেতে পারে। পূর্ব জ্ঞান পর্যায় এবং পোস্ট সচেতনতা পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য এবং/অথবা পার্থক্য রয়েছে এবং পূর্ব জ্ঞান পর্যায়ে এবং পোস্ট সচেতনতা পর্যায়ে আরও তদন্তের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রয়োগ করা ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পূর্ব-তদন্তের পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আরও তদন্তের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা থাকতে পারে, বিশেষ করে যখন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তিনি অব্যাহতি দেন, তখন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তা নাও থাকতে পারে।

উপরে যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, যদি ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তকারী আধিকারিকের দ্বারা পরিচালিত তদন্ত এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৭৩ (২) *(i)* ধারার অধীনে তদন্তকারী আধিকারিকের দ্বারা জমা দেওয়া প্রতিবেদনে সন্তুষ্ট না হন, যা এই আদালত সিদ্ধান্তের একটি ক্যাটনাতে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং উপরে যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে তদন্ত সংস্থাকে আরও তদন্তের জন্য নির্দেশ দেওয়া সর্বদা উন্মুক্ত/অনুমোদিত ছিল এবং এমনকি অভিযোগ গঠন এবং/অথবা সেই পর্যায়ে প্রতিবেদনের বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া স্থগিত করতে পারে।যাইহোক, একবার রিপোর্ট এবং প্রতিবেদনের সাথে রাখা উপকরণের ভিত্তিতে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তকে অব্যাহতি দিলে, আমরা আশঙ্কা করি যে এরপরে ম্যাজিস্ট্রেট স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তদন্তকারী সংস্থার দ্বারা আরও তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন। একবার অব্যাহতি দেওয়ার আদেশ পাস হয়ে গেলে, ম্যাজিস্ট্রেটের স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে আরও তদন্তের জন্য নির্দেশ দেওয়ার এবং প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কোনও এখতিয়ার নেই। এমন পরিস্থিতিতে, কেবল দুটি প্রতিকার পাওয়া যায়ঃ (i) অব্যাহতি দেওয়ার বিরুদ্ধে একটি পুনর্বিবেচনার আবেদন দায়ের করা যেতে পারে বা *(ii)* আদালতকে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩১৯ ধারার পর্যায় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।যাইহোক, একই সময়ে, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৭৩ (৮) ধারার বিধানগুলি বিবেচনা করে, তদন্তকারী সংস্থার জন্য আরও তদন্তের জন্য আবেদন দায়ের করা এবং তারপরে নতুন প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য সর্বদা উন্মুক্ত থাকে এবং আদালত, তদন্তকারী সংস্থার জমা দেওয়া আবেদনের ভিত্তিতে, আরও তদন্তের অনুমতি দিতে পারে এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাকে একটি নতুন প্রতিবেদন দাখিল করার অনুমতি দিতে পারে এবং তারপরে আইন অনুসারে জ্ঞানী ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা এটি বিবেচনা করা যেতে পারে। ম্যাজিস্ট্রেট স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৭৩ (৮) ধারার অধীনে আরও তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন না বা কোনও মামলার তদন্ত পরবর্তী পর্যায়ে সরাসরি পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দিতে পারেন না, বিশেষত যখন ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২২৭ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেন।তবে, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৭৩ (৮) ধারা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৭৩ ধারার উপ-ধারা (২) এর অধীনে প্রতিবেদনটি প্রেরণের পরে পুলিশ স্টেশনের দায়িত্বে থাকা আধিকারিককে আরও তদন্ত এবং মৌখিক বা ডকুমেন্টারি জমা দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে। অতএব, তদন্তকারী আধিকারিকের জন্য আরও তদন্তের জন্য আবেদন করার জন্য সর্বদা উন্মুক্ত থাকে, এমনকি ১৭৩ ধারার উপ-ধারা (২) এর অধীনে প্রতিবেদনটি প্রেরণ করার পরেও এবং অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেওয়ার পরেও। তবে, উপরোক্ত বিষয়টি তদন্তকারী অফিসার/ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের অনুরোধে হবে এবং অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেওয়ার পরে ম্যাজিস্ট্রেটের স্বতঃপ্রণোদিতভাবে আরও তদন্ত/পুনর্বিবেচনার আদেশ দেওয়ার কোনও এক্তিয়ার নেই। "এইভাবে উপসংহারে অসুবিধা উপলব্ধি করে আদালত আদেশ দিয়েছিল ;

১০. তবে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের করা পর্যবেক্ষণ এবং বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা নির্দেশিত তদন্তের ঘাটতি বিবেচনা করে এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য হল প্রকৃত অপরাধীকে মামলা করা এবং/অথবা শাস্তি দেওয়া, তদন্তকারী আধিকারিকের জন্য আরও তদন্তের জন্য বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যথাযথ আবেদন জমা দেওয়া এবং নতুন করে তদন্ত পরিচালনা করা এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৭৩ (৮) ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে পরবর্তী প্রতিবেদন জমা দেওয়া এবং তারপরে জ্ঞানী ম্যাজিস্ট্রেট আইন অনুসারে এবং তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

৩৮. এই সিদ্ধান্তগুলিতে আদালত কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ দেয়নি যে প্রক্রিয়া জারি হওয়ার পরে কেন ম্যাজিস্ট্রেটের আরও তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে, এবং ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত একজন অভিযুক্ত, একই সাথে, বিচার শুরু না হওয়া পর্যন্ত অপরাধের আরও তদন্ত করার জন্য পুলিশের ক্ষমতা অব্যাহত থাকে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি এই আদালতের পূর্ববর্তী রায়গুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না, বিশেষত, সাকিরি (উপরে), সমাজ পারবর্তান সমুদ্র (উপরে), বিনয় ত্যাগী (উপরে), এবং হর্দীপ সিং (উপরে); হার্ডীপ সিং (উপরে) স্পষ্টভাবে রায় দিয়েছিলেন যে বিচার গ্রহণের পরে ফৌজদারি বিচার শুরু হয় না, তবে কেবল অভিযোগ গঠনের পরে।এই আদালতের সাম্প্রতিক রায়গুলিতে যা কোনও গুরুত্বই দেওয়া হয়নি তা হল সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদ এবং এই অনুচ্ছেদটি একটি সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত তদন্তের চেয়ে কম নয়।একটি সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত তদন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে যে, অভিযোগ গঠন না হওয়া পর্যন্ত কোনও অপরাধের আরও তদন্ত করার জন্য অবশ্যই ১৭৩ (৮) ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদনের সাপেক্ষে পুলিশ ক্ষমতা ধরে রাখবে, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধায়ক এখতিয়ার বিচার-পূর্ব কার্যধারার মাঝপথে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, এটি ন্যায়বিচারের উপহাসের সমান হবে, কারণ কিছু ক্ষেত্রে আরও তদন্তের জন্য চিৎকার করা যেতে পারে যাতে কোনও নির্দোষ ব্যক্তিকে ভুলভাবে অভিযুক্ত হিসাবে অভিযুক্ত করা না হয় বা কোনও প্রাথমিকভাবে দোষী ব্যক্তিকে এভাবে বাদ দেওয়া না হয়।ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা সম্পর্কে এই ধরনের সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির কোনও নিশ্চয়তা নেই, বিশেষত যখন এই ধরনের ক্ষমতা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৬ (১) ধারা, ২ (জ) ধারা এবং ১৭৩ (৮) ধারা সহ ১৫৬ (৩) ধারায় পাওয়া যায়, যা এখানে উপরে লক্ষ্য করা গেছে, এবং প্রকৃতপক্ষে বিচার শুরু হওয়ার আগে ফৌজদারি মামলার অগ্রগতির সমস্ত পর্যায়ে উপলব্ধ থাকবে। ন্যায়বিচারের স্বার্থে, প্রতিটি মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করে ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। আরও তদন্তের নির্দেশ দেওয়া উচিত কিনা তা বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের বিবেচনার বিষয়,

যিনি প্রতিটি মামলার তথ্যের উপর এবং আইন অনুসারে এই ধরনের বিচক্ষণতা প্রয়োগ করবেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি নতুন তথ্য প্রকাশ পায় যা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের প্ররোচিত বা বহিষ্কারের দিকে পরিচালিত করে, তবে সত্যে পৌঁছানো এবং ফৌজদারি মামলায় যথেষ্ট ন্যায়বিচার করা ফৌজদারি কার্যধারা সমাপ্তিতে আরও বিলম্ব এড়ানোর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যেমন হাসানভাত ভ্যালিভাত কুরেশি (উপরে) আদেশ দিয়েছিল । অতএব, যতদূর পর্যন্ত অমৃতভাত শম্বুভাই প্যাটেল (উপরে), অতুল রাও (উপরে) এবং বিকাশ রঞ্জন রাউতের (উপরে) রায়গুলি বিপরীতভাবে ধরেছে, তারা বাতিল হয়ে যায়। যোগ করার প্রয়োজন নেই যে রণধীর সিং রানা বনাম রাজ্য (দিল্লি প্রশাসন) (১৯৯৭) ১ এস. সি. সি ৩৬১ এবং রীতা নাগ বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য (২০০৯) ৯ এস. সি. সি ১২৯-ও বাতিল হয়ে যায়।

৪৩। ২০২২ সালের ফৌজদারি **আপিল নং ১৭৬৮ (দেবেন্দ্র নাথ সিং বনাম বিহার রাজ্য ও অন্যান্য)**-এ সুপ্রিম কোর্টের **১২.১০.২০২২ তারিখের** একটি রায় দ্বারা বেশ কয়েকটি নজিরের উপর নির্ভর করে **বিনয়ভট হরিভাটি সহ মালব্য বনাম গুজরাট রাজ্য (সুপ্রা)** আদেশ ; -

১২.৫ ডিভাইন রিট্রিট সেন্টারের (উপরে উল্লিখিত) মামলার নিজস্ব বিশেষত্ব রয়েছে। ২০০৫ সালের ৩৮১ নং ফৌজদারি মামলাটি কোরাট্টি থানায় একজন মহিলা রিমান্ড বন্দীর অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের করা হয়েছিল যে আবেদনকারী কেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়ার সময় তাকে শ্লীলতাহানি ও শোষণ করা হয়েছিল এবং সে গর্ভবতী হয়েছিল; এবং তারপরে, যখন সে তার বোনের বিয়েতে যোগ দিতে কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসে, তখন তাকে একটি মিথ্যা চুরির মামলায় জড়ানো হয় এবং কারাগারে রাখা হয়। এই কার্যধারার সমান্তরালে, একটি বেনামী আবেদন এবং অন্যান্য আবেদন ও উচ্চ আদালতে প্রাপ্ত হয়েছিল, যা একটি স্বতঃপ্রণোদিত ফৌজদারি মামলা হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল।সেই ক্ষেত্রে, উচ্চ আদালত ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় নির্দেশ দেয় যে, ২০০৫ সালের ৩৮১ নং ফৌজদারি মামলাটি তদন্তকারী আধিকারিকের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে বিশেষ তদন্তকারী দলকে ('এসআইটি') হস্তান্তর করা হোক। উচ্চ আদালত আবেদনকারী-কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দায়ের করা বেনামী আবেদনে উত্থাপিত অন্যান্য অভিযোগের তদন্ত/তদন্ত করার জন্য উক্ত এসআইটি-কে নির্দেশ দেয়। তবে, এই আদালত হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ অনুমোদন করেনি এবং সেই প্রেক্ষাপটে, ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টকে কোনও সীমাহীন এবং স্বেচ্ছাচারী এখতিয়ার দেওয়া হয়নি তা পর্যবেক্ষণ করে, অন্তর্নিহিত এখতিয়ার প্রয়োগ করা যেতে পারে এমন পরিস্থিতিতে এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাদের দায়িত্বগুলি, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে ব্যাখ্যা করেছে: -

২৭. আমাদের দৃষ্টিতে, কোডের ৪৮২ ধারার অধীনে উচ্চ আদালত কে সীমাহীন স্বেচ্ছাচারী এখতিয়ারের মতো কিছুই প্রদান করা হয়নি। ক্ষমতাটি কেবলমাত্র যেখানে এই ধারায় নির্ধারিত পরীক্ষাগুলির দ্বারা ন্যায্য বলে বিবেচিত হয় সেখানে সংযত, সতর্কতার সাথে এবং সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে। এটি ভালভাবে স্থির করা হয়েছে যে ধারা ৪৮২ উচ্চ আদালত কে কোনও নতুন ক্ষমতা প্রদান করে না তবে কেবল সেই অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংরক্ষণ করে যা কোডটি কার্যকর করার আগে আদালতের ছিল। এমন তিনটি পরিস্থিতি রয়েছে যার অধীনে অন্তর্নিহিত এখতিয়ার প্রয়োগ করা যেতে পারে, যথাঃ (i) কোডের অধীনে একটি আদেশ ২৯ কার্যকর করা, (ii) আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করা এবং (iii) অন্যথায় ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যগুলি সুরক্ষিত করা।

৪৪. অনন্ত থানুর কারমুস বনাম স্টেট অফ মহারাষ্ট্র (সুপ্রা) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে চার্জশিট দাখিলের পরেও আরও তদন্তের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে।

৪৫. ২০১৯ সালের সি আর আর ১০৫৪ এইভাবে অনুমোদিত।

৪৬. **মালদা-এর বিজ্ঞ মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট**, কালিয়াচক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে, কালিয়াচক থানা মামলা নং ৭৯৬/১৮ তারিখের ৩১.১০.২০১৮ তারিখের জি.আর. নং ৪৫৭০ এর সাথে সম্পর্কিত ধারা ৩০৬/৩৪ আইপিসি এর অধীনে, যা পুনঃতদন্তের জন্য মালদা-এর বিজ্ঞ মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ২০১৮ সালের জি.আর. নং ৪৫৭০ এর সাথে সম্পর্কিত, তদন্তের দায়িত্ব সিআইডি, পশ্চিম বাংলার কাছে হস্তান্তর করবেন। পুনঃতদন্ত শুরুর **৭ দিনের মধ্যে** সিআইডি, এই রায়ে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণগুলি মাথায় রেখে পুনঃতদন্তের একটি প্রতিবেদন **বিজ্ঞ মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট**, মালদার কাছে জমা দেবে।

৪৭. সমস্ত সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

৪৮. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, খালি থাকে।

৪৯. এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে পাঠানো হবে।

৫০. এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত, প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে দ্রুত সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল),)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly